Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লোককলা : তত্ত্ব ও মতবাদ

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Wakil Ahmed
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.6
Pages	108-154
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

লোককলা ঃ তত্ত্ব ও মতবাদ

ওয়াকিল আহমদ*

পাশ্চাত্যের Folklore–এর একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে। কিন্তু সুধীসমাজ উপযুক্ত বিবেচনায় কোনটি গ্রহণ করেননি। যেসব প্রতিশব্দ আমাদের চোখে পড়েছে, প্রবক্তাসহ সেসবের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ

১. লোকশ্রুতি – আশুতোষ ভট্টাচার্য

২. লোকযান – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩. লোকবিজ্ঞান – মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪. লোকচর্যা – সুকুমার সেন

৫. লোকলোর – মযহারুল ইসলাম

৬. লোকবৃত্ত – শঙ্কর সেনগুপ্ত

৭. লোকচারণ – নির্মলেন্দু ভৌমিক

৮. লোকসংস্কৃতি – তুষার চট্টোপাধ্যায়

এ ছাড়াও লোককৃতি, লোকবিদ্যা, লোক–ঐতিহ্য শব্দেরও ব্যবহার আছে। ফোকলোরের পরিধি অতি ব্যাপক বলেই এসব প্রতিশব্দ নিরূপণের চেষ্টা হয়েছে।

Folklore শব্দের ধারণ–ক্ষমতা অনেক। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জন থমস্ (William John Thoms) লণ্ডনের 'এথনিয়াম' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে সর্ব প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি এ্যাংলো–স্যাক্সন Folk শব্দের সাথে lore শব্দের সংযোগ ঘটিয়ে উক্ত শব্দের উদ্ভাবন করেন। ১৮৭৮ সালে লণ্ডনে 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালে আমেরিকায় অনুরূপ 'ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত এবং তার মুখপত্র 'জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর' প্রকাশিত হলে শব্দটি ব্যবহারে ও প্রচারে ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করে। Folk শব্দের আভিধানিক অর্থ — 'People in general', 'People of specified class' ; lore শব্দের

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

আভিধানিক অর্থ 'Body of traditions', 'Knowledge relating to some subject'।[১] ফোকের অনুবাদ বা পরিভাষা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে ; কিন্তু লোকের অনুবাদ বা পরিভাষা নিয়ে বিবাদ-বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছে। শব্দার্থের বিচারে বিদ্যা, জ্ঞান, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি উপযুক্ত প্রতিশব্দ। কিন্তু আমরা বলেছি, অভিধানসূত্রে লোকবিদ্যা, লোকবিজ্ঞান, লোক-ঐতিহ্য, লোককৃতি আমাদের আলোচনায় চালু করা যায়নি।

এজন্য আমাদের প্রস্তাব, শব্দের অনুবাদ না করে পুরো বিষয়টিকে ধারণায় রেখে একটি উপযুক্ত পরিভাষা বের করা। অনেকে হয়তো বলবেন, আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত 'ফোকলোর' শব্দটি বাংলায় গ্রহণে আপত্তি কোথায়? আপত্তি নেই ; তবে কোন ভাষায় বিষয়টি ধারণ করার মত উপযুক্ত শব্দ থাকলে তা চালু করাই সংগত হবে। তা না হলে আমাদের দীনতা ও হীনমন্যতা প্রকাশ পাবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,

> সকল ভাষার মধ্যেই গৃহিণীপনা আছে। সব সময় প্রত্যেক শব্দ সুনির্দিষ্ট একটিমাত্র অর্থই যে বহন করে তা নয়।..... ইংরেজি শব্দের তর্জমায় আমাদের দাসভাব প্রকাশ পায় যখন একই শব্দের একই প্রতিশব্দ খাড়া করি।[২]

আমরা তর্জমা বা প্রতিশব্দ নয়, বিষয়ের ধারণ-ক্ষম একটি স্বাধীন 'নাম-শব্দ' (terminology) চাই। নানা দিক বিবেচনা করে আমরা 'লোককলা' শব্দটি নির্বাচন করেছি। এর প্রধান কারণ হল, বিষয় হিসাবে ফোকলোর সম্পর্কে যে বোধ ও প্রত্যয় আছে, তা ধারণ করার ক্ষমতা এর আছে।

আমরা জানি যে, ফোকলোর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শিক্ষণীয় বিদ্যায় (Academic Discipline) পরিণত হয়েছে। উন্নত ও উন্নয়নকামী সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর পড়ানো হয়। আমরাও স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম, ফিল, পিইচ-ডি ডিগ্রি পর্যায়ে ফোকলোরকে গ্রহণ করেছি। লোকসাহিত্য (Folk literature), লোকশিল্প (Folk arts), লোকাচার (Folk rituals) লোকোৎসব, (Folk festivals), লোক-ঔষধ (Folk medicine), লোকধর্ম (Folk religion), লোকভাষা (Folk speech) ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ফোকলোরের অন্তর্ভুক্ত। আমরা লক্ষ করেছি, ফোকলোরের যে কোন ধারার কথা বলি না কেন, এর পেছনে লোকমনের সৃজনশীলতা (creativity) সক্রিয় আছে। প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি শাখা। "গাঁয়ে

---

১. *The Oxford Illustrated Dictionary*, London, 1981 (Reprinted).

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পত্রাবলী', *দেশ* (সাহিত্য সংখ্যা), ১৩৭৯, কলিকাতা, পৃ ১৪৬

মানে না আপনি মোড়ল।", "অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।", "সোজা আঙুলে ঘি উঠে না।"—তিনটি বাক্য, তিনটি প্রবাদ। তবে বাক্য হলেই প্রবাদ হয় না। "নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও পরের ক্ষতি করা মানুষের স্বভাব।"—একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বটে, কিন্তু প্রবাদ নয়। কিন্তু ব্যঞ্জনায় একই অর্থ বহন করে অপর একটি বাক্য— "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।" —একটি প্রবাদ, কেননা এতে কল্পনা (Imagination) আছে, ব্যঞ্জনা আছে। ভিন্ন কথায়, এতে সৃজনশীল মনের স্পর্শ ও প্রকাশভঙ্গির চমক আছে। এরূপ একটি গান, একটি ছড়া, একটি ধাঁধা, একটি লোককাহিনী বিচার করলে এগুলোতে লোকমনের সৃজনশীলতার স্পর্শ অনুভত করা যায়। লোক কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রেও একই সৃষ্টিশীলতার পরিচয় আছে। আলপনা যখন তখন আঁকা হয় না ; বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ স্থানে বা পাত্রে আলপনা দেওয়া হয়। বিয়ের আলপনা আর ব্রতের আলপনা এক নয় ; ডালা, ও কুলায় বিয়ের আলপনা এবং ঘরের মেঝে ও উঠানে ব্রতের আলপনা দেওয়া হয়। উভয়ের চিত্রবস্তু ও অর্থদ্যোতনা ভিন্ন প্রকৃতির। আলপনা ফোকলোরের একটি বস্তুগত উপাদান, একটি নান্দনিক শিল্পকর্ম। আমরা এরূপ লোক-উপাদানের সৃজনশীল ধর্ম ও গুণের ওপর জোর দিয়ে 'লোককলা' শব্দটি প্রয়োগ করেছি। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি অঙ্গনে সঙ্গীতকলা, নাট্যকলা, শিল্পকলা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আছে। চারুকলা, কারুকলা, ললিতকলা শিল্পকর্মকে বুঝায় ; কিন্তু সঙ্গীতকলা, নাট্যকলা, শিল্পকলা সংশ্লিষ্ট বিদ্যাকে বুঝায়। কলা অনুষদ (Faculty of arts), কলা ভবন (Arts Building) ইত্যাদি ক্ষেত্রে কলা মানববিদ্যাসমূহকে বুঝায়। সুতরাং 'কলা' শব্দের অর্থব্যাপকতা ও প্রয়োগ-বৈচিত্র্য আছে। এসব বিবেচনা করে আমরা 'লোরে'র নিকটতম অর্থজ্ঞাপক 'কলা' শব্দটি গ্রহণ করেছি। এ-সূত্রে 'লোককলা' (Folklore), 'লোককলাবিদ' (Folklorist), 'লোককলাতত্ত্ব' (Folkloristics) ইত্যাদি নাম-শব্দের ব্যবহার প্রবন্ধে করা হয়েছে।

সংজ্ঞা (Definition)

লোককলার সংজ্ঞা কি? পশ্চাত্য দেশে লোককলার চর্চা হয়েছে বেশি ; নানা লোককলাবিদ নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এডওয়ার্ড মারিয়া লিচ (Edward Maria Leach) সম্পাদিত ও নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends (1949) কোষগ্রন্থে ২১টি সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। ফ্রান্সিস লি উটলে (Farncis Lee Utley) একটি প্রবন্ধে সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে কতকগুলো মুখ্য শব্দ (key-words) পেয়েছেন, সেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন সংজ্ঞায় স্থান পেয়েছে। Oral, Tradition, Transmission,

Surival, Communal ইত্যাদি এসবের মধ্যে পড়ে। তাঁর মতে Oral এবং Tradition শব্দদ্বয় ১৩টি সংজ্ঞায় এবং Transmission ৬টি সংজ্ঞায় স্থান পেয়েছে।[৩] এরূপ শব্দভিত্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা হল :

ক. লোককলা হল ঐতিহ্যনির্ভর ;

খ. লোককলা মৌখিকভাবে বা হাতে-কলমে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়।

গ. লোককলা সমষ্টি মনের ফসল।

আমাদের ধারণা, উপরের পাঁচটি শব্দ অবলম্বনে লোককলার সংজ্ঞা নিরূপণ করা সম্ভব। একটি সংহত সমাজের মানুষ পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে মুখে মুখে বা হাতে-কলমে লব্ধজ্ঞানের এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে ঐতিহ্যনির্ভর যা কিছু সৃষ্টি করে তাকেই লোককলা বলা হয়। লোককলা অতীতের বিষয় হয়েও একটি জীবন্ত ধারা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, প্রাচীন হয়েও চির নতুন। পুরাতন বিষয় রূপান্তর-বিবর্তনের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে স্থান-কাল-পাত্রের সাথে খাপ খেয়ে বেঁচে থাকে। এজন্য মার্কিন লোককলাবিদ সি এফ পটার (Charles Francis Poter) বলেন, "Folklore is a lively fossil which refuses to die"[৪] —লোককলা জীবন্ত ফসিল বা জীবাশ্ম ; এর বিনাশ নেই। রুশ লোককলাবিদ ওয়াই এম সকোলভ (Y.M. Sokolov) বলেন, "Folklore is an echo of the past, and at the same time it is the vigorous voice of the Present."[৫] লোককলা অতীতের প্রতিধ্বনি হয়েও বর্তমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আর ভি উইলিয়ামসের (R.V. Williams) বক্তব্যটি এরূপ : "It (Folklore) is like a forest tree with its roots deeply buried in the past, but which continually put forth new branches, new leaves, new fruits."[৬] লোককলা একটি বনবৃক্ষের মত ; এর শিকড় অতীতের গভীরে প্রোথিত, কিন্তু তা ক্রমাগত নতুন শাখা, নতুন পাতা ও ফল উৎপন্ন করে চলেছে। এল এ হোয়াইট (Leslie A White) বলেন, লোককলা সামাজিক প্রক্রিয়ায় এক ব্যক্তি, প্রজন্ম, জনগোষ্ঠি, যুগ ও অঞ্চল থেকে অপর ব্যক্তি, প্রজন্ম জনগোষ্ঠি, যুগ ও অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়। তাঁর ভাষায় "Folklore is easily and readily transmitted from

---

৩. Francis Lee Utley, 'Folk Literature : An Operational Definition', *The Study of Folklore* (Alan Dundes edited) 1965, p. 8

৪. Edward Maria Leach (edited), *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends, Vol. 1*, New York, 1949, p. 401

৫. Y.M. Sokolov, *Russian Folklore*, New Yourk, 1950, p. 15

৬. R. V. Williams, 'Folklore', *Encyolopeadia Britannica*, Chicago, 1992

one individual, one generation, one age, one people or one region to another by social mechanism."[৭] পটার, সকোলভ, উইলিয়ামস, হোয়াইট - সবার প্রায় একই বক্তব্য। লোককলা একটি প্রাচীন মৌলিক জনজাতির বা জনগোষ্ঠির মানস সম্পদ, যা ঐতিহ্যাশ্রিত, চিরায়ত এবং ক্রমপ্রসারণশীল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ লোককলাকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন :

১. বাগাশ্রিত লোককলা—Formalised Folklore

২. বস্তুগত লোককলা — Material Folklore

এর সাথে অঙ্গক্রিয়াশ্রিত প্রদর্শ লোককলা — Performing Folklore নামে অপর একটি ধারার কথা বলতে হয়। লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকভঙ্গিমা, মূকাভিনয় ইত্যাদি মানব অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। Performing folklore-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'প্রদর্শ লোককলা' করা হলো। লোকসাহিত্যের যাবতীয় রচনা যথা লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, গাথা, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা, বচন, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদি গদ্যে ও পদ্যে বাণীবদ্ধ আকারে লোকসমাজে প্রচলিত আছে। শ্রুতি ও স্মৃতি বাহিত এসব রচনা মুখে মুখে প্রচারিত হয় বলে এগুলোকে মৌখিক সাহিত্য (Oral Literature) বলা হয়। মৌখিক ধারার এসব রচনা 'কথ্যশিল্প' (Veribal Art) নামেও পরিচিত। ভবলিউ আর বেসকম (William R Bascom) এরূপ মত পোষণ করেন। বাণীবদ্ধ হওয়ায় আমরা এগুলোকে 'বাগাশ্রিত লোককলা' বলেছি। অনুরূপভাবে চারু ও কারু লোকশিল্পের যাবতীয় নিদর্শন 'বস্তুগত লোককলা'র অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশে উপরের ত্রিবিধ ধারার পর্যাপ্ত লৌকিক উপাদান বিদ্যমান। লোককলার বিপুল সম্পদের সাথে বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠির নাড়ির নিবিড় সম্পর্ক আছে। নৃতত্ত্ব, সমাজ তত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্যের নানা বীজ এসবের মধ্যে প্রোথিত আছে। জরিপের (Survey) মাধ্যমে এসব সংগ্রহ-সংকলন, বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা দ্বারা আমরা আমাদের লুপ্ত অতীত পুনরুদ্ধার করতে পারি, বিস্মৃত ইতিহাস পুনর্গঠন করতে পারি, আর আমাদের আত্ম-পরিচয় (Identity) নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারি। মৌলিক জাতি হিসাবে আমাদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। জাতিসত্তার সে পরিচয় নির্ণয় করার জন্য লোককলার পঠন-পাঠন অতি আবশ্যক।

---

৭. L. A. White, *The Science of Culture*, উদ্ধৃত, *সাহিত্যিকী*, শরৎ সংখ্যা, ১৩৮৩, পৃ. ২৮

লোক (Folk)

আমরা লোককলার 'লোকে'র আভিধানিক অর্থের কথা বলেছি ; এর সংজ্ঞা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক। অগাস্ট প্যানিয়েলা (August Panyella) বলেন যে, লোকশিল্পের কেবল 'শিল্প' শব্দ বোঝা কঠিন নয়, 'লোক' শব্দও সমান সমস্যাপূর্ণ। তাঁর ভাষায়, In the expression folk art is not only the word 'art' that is difficult to understand : the word 'folk' is equally problematic.[৮] লোক কাদের বলবো? লোকসমাজের অভিন্ন সংজ্ঞা নেই। এক এক দেশে লোকের এক এক পরিচয়। পেশা-বর্ণ-বিত্ত-সংস্কৃতির ভিন্নতা আছে। Webster's New Collegiate Dictionary 'folk'-এর ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছে :

> The great proportion of the members of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristics form of civilisation and its customs, arts and crafts, legends, traditions and superstitions. from generation to generation.[৯]

লোক হল সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ যারা গোষ্ঠিচরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারু শিল্পের বিশিষ্ট রূপকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখে।

নৃতাত্ত্বিক অভিধানে folk-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে : Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition.[১০] পুরাতন ঐতিহ্যের মৌলিক ভাণ্ডারের ভাগীদার সাধারণ মানুষ, নৃতত্ত্বের পরিভাষায়, 'লোক' নামে অভিহিত। এ-ব্যাখ্যা খুবই সহজ ও সরল। অপর একটি নৃতাত্ত্বিক অভিধানে কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে 'folk'-এর তিনটি অর্থ দেওয়া হয়েছে :

(১) a group of associated people (সমস্বার্থে সংহত জনগোষ্ঠি)।

(২) a primitive kind of post-tribal social organization (উপজাতি-উত্তর এক প্রকার সমাজ-সংগঠন)।

---

৮. August Panyella, *Folk art of the Americans,* New York, 1981, p. 8

৯. *Webster's New Collegiate Dictionary,* 8th edition.

১০. *International Dictionary of Regional European Ethnology and Folklore, Vo. 1,* Copehagen, 1960, p. 126

(৩) The lower classes or common people of an area (একটি অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর অথবা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ)।[১১]

এখানে 'post-tribal' শব্দের গুরুত্ব আছে। অনেক সময় উপজাতির সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিকে এক করে দেখা হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমি বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখার পক্ষপাতী। বাংলাদেশের সমতলবাসী বৃহত্তর লোকসমাজ সমুদ্রের মতো, এর চলাচল আছে, সবদিকের স্রোত এসে মিশে যায়, গ্রহণ-বর্জনে বাধা নেই। কিন্তু পার্বত্যবাসী উপজাতিগুলো বদ্ধ জলাশয়ের মতো স্রোতহীন, গতিহীন। এতে অন্য প্রবাহের মেশার পথ রুদ্ধ। অন্য কথায় বাংলার লোকসমাজ গতিশীল ও পরিবর্তনমুখী ; কিন্তু উপজাতি-সমাজ স্থবির ও পরিবর্তনবিমুখ। এজন্য লোকসংস্কৃতির বিকাশ আছে, কিন্তু উপজাতি-সংস্কৃতির বিকাশ নেই। লোকসমাজকে নিম্ন শ্রেণী রূপে আখ্যা দেওয়া সংগত নয় ; অতএব তৃতীয় অর্থটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থটি অধিক সংগত।

এবার অভিধান ছেড়ে বিশ্বকোষের কথা বলা যায়। একটি নৃতাত্ত্বিক বিশ্বকোষে folk-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে :

> A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor (for example, common occupation, religion or ethnicity.[১২]

বৃত্তি, ধর্ম, রক্তধারার অন্তত একটি বিষয়ের অংশীদার জনগোষ্ঠিকে বৃহত্তর অর্থে 'লোক' বলা যায়। এ সংজ্ঞাটি পূর্বোক্ত নৃতাত্ত্বিক অভিধানের ব্যাখ্যার সমতুল্য। 'old tratition'-এর স্থলে এখানে 'common factor'-এর অংশীদারিত্বের কথা আছে।

'Folk' সম্পর্কে লোককলাবিদের (Folklorist) মতামত কি? লোককলাবিদ 'সংহত সমাজে'র (Collective society) কথা বলেন। নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই লোকসমাজ সংহত বা ঐক্যবদ্ধ। আমি সমন্বিত (integrated) ও সমভাবাপন্ন (homogeneous) শব্দ দুটি যোগ করতে চাই। একটি সংহত, সমন্বিত ও সমভাবাপন্ন সমাজ মানসের ফসল লোককলা। অ্যালান ডাণ্ডিস (Alan Dundes) বলেন,

---

১১. Charles Wirck (edited), *Dictionary of Anthropology*, 1956, p. 217

১২. Devid E. Hunter and Phillip Whiten (edited), *Encyclopeadia of Anthropology*, 1976, p. 173

> The term 'folk' can refer to any group of people whatsoever who share at least one common factor, It does not matter what the linking factor is—it could be a common occupation, language or religion—but what is important is that a group form for whatever reason will have some traditions which it calls its own.[১৩]

এ্যালান ডণ্ডিসের সংজ্ঞায় নতুন বক্তব্য নেই ; যে জনগোষ্ঠি পেশা, ভাষা, কিংবা ধর্ম কমপক্ষে একটি বিষয়ে হলেও অভিন্ন অংশীদারিত্ব রাখে, তাই 'লোক' নামে অভিহিত হয়। অবশ্য তিনি সে জনজাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একটি জনজাতি (ethnic race) যুগ যুগ ধরে তার নিজস্ব ঐতিহ্য গড়ে তোলে। মুখ্যত সে-ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে জাতির লোককলা জন্মলাভ করে। এ সৃষ্টির ধারা আবহমানকাল ধরে চলতে থাকে ; ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বাঁক নেয়, কিন্তু কোথাও থেমে যায় না।

লোকসমাজের সাথে শ্রমের নিবিড় যোগ আছে। গ্রামীণ জীবনের সাথে কৃষির নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে গ্রামীণ লোকসমাজই লোককলার প্রধান জন্মদাতা। এরূপ মৎস্যজীবী, হস্তশিল্পীজীবী, পশুপালনজীবী লোকসমাজ হতে পারে। লেখাপড়া না থাকায় এ-সমাজের মানুষ তাদের সৃষ্টির ফসল লিখে রাখতে পারে না, মৌখিকভাবে ধারণ ও বহন করে।

বর্তমানে লোকসমাজ সম্পর্কে চেতনা পরিবর্তিত হয়েছে। বলা হচ্ছে, 'folk' কেবল গ্রামে বাস করে না, শহরেও বাস করে। শহরেও অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ আছে, তারা গ্রাম থেকে শহরে ভিড় জমায়, তারা পূর্বের ও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে লোককলার জন্ম দেয় ও চর্চা করে। রাশিয়ার লোককলাবিদ ভ্লাদিমির জে প্রপ (Vladimir J Propp) বলেন, Folklore ceased to be the peasant's exalusive property. এখন লোককলার সৃজন-প্রক্রিয়ায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষ জড়িত। পাশ্চাত্যের বিশেষত আমেরিকার লোককলাবিদগণ মনে করেন, আধুনিক শহর ও শিল্পনগরে শ্রমজীবী-পেশাজীবী মানুষের মধ্যে নতুনভাবে লোককলার উপাদান বিকশিত হয়—শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তাঁরা একে লোককলার নগর সংস্করণ (Urban folklore) বলতে চান। ঢাকার রিক্সা, বেবি-টেক্সি, ট্রাক, ইত্যাদি পেন্টিং-এর সাহায্যে চিত্রশোভিত করা হয়। এদের শিল্পীর

---

১৩. Alan Dundes, *Essays in Folkloristics*, Meerut (India), 1978, p. 7

পূর্বপুরুষ গ্রামের পটুয়া—তবে এ চিত্রকর্ম গ্রামের পটও নয়, শহরের আধুনিক শিল্পকর্মও নয়। একে গ্রামীণ শিল্পের নগর সংস্করণ বলা যায়। আলান ডাণ্ডিস বলেন, Nor are the folk in this instance rural or lower class..... there is no paradox whatsoever in speaking of an urban folk. There are urban folk just as there are rural folk.[১৪] ডোনাল্ড ম্যাকেলভির (Donald Mckelvie) একটি উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গে আলোচনা শেষ করবো ;

> .... folk tradition not only survive, but thrive, in the large urban areas. I am quite sure that an enormous amount of materials concerning oral tradition and belief and aspects of folk life studies awaits its collectors in these towns and cities.[১৫]

আমাদের দেশে 'নগরবাসী লোক' (urban folk) জীবনের কোথায় কিভাবে লোককলার চর্চা করে, আমরা তার কোন সন্ধান রাখি না। আমাদের বিশ্বাস, শহরের মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক-সংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, সেসবের বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাতে নব্বই শতাংশ লৌকিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে পানচিনি, গায়ে-হলুদ, ডালা প্রদান, যৌতুক, আপ্যায়ন, কনে-বিদায়, বধূ-বরণ ইত্যাদি আচারের উৎস লোকজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে। 'মঙ্গল ঘট', 'চিরন্তন-শিখা', 'কুশপুত্তলিকা দাহ' ইত্যাদি লৌকিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গ। বাংলাদেশ বিমানের প্রতীক 'উড়ন্ত বলাকা', জনতা ব্যাংকের প্রতীক 'জীবন্ত বটগাছ'। মুক্তপক্ষ বলাকা আকাশে স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে উড়ে যায়—বাংলাদেশ বিমানে ভ্রমণ অনুরূপ স্বচ্ছন্দময়, সাবলীল ও নিরাপদ। ব্যাংকে অর্থ গচ্ছিত রাখলে তা দীর্ঘজীবী ও বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বটগাছের মতো স্থায়ী হবে ও বৃদ্ধি পাবে। এসব চেতনার পেছনে সমপ্রক্রিয়ার যাদুবিদ্যা (sympathetic magic) আছে। এটি প্রাচীন ও সর্বজনীন লোকবিশ্বাস। শহরের মানুষের বহির্জীবনে বাড়িঘর, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু অন্তর্জীবনে পরিবর্তন অল্পই ঘটে। কোন লোকগোষ্ঠি তার অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে বা মুছে ফেলতে পারে না। রূপান্তরের (transformation) মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হয়। শহরে রূপান্তরের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

---

১৪ *Ibid*, pp. 17-18

১৫. Donald Mckelvie, 'Aspects of Oral Tradition and Belief in an Industrial Region', *Ffolklore, Vol.1*, 1963, Wales, p. 93

লোককলা গবেষণা

যেহেতু লোককলা লোকমানসের সৃষ্টি, সেহেতু এর একটি নান্দনিক মূল্য (Aesthetic value) আছে। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র প্রমুখের আলোচনায় রসতত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষিত সমাজ লোককলার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হয় মূলত জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশ-চেতনা থেকে। কিন্তু পরে তা জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার বিষয় হয়ে ওঠে। এক এক বিদ্যার মনীষী নিজ নিজ বিদ্যার আলোকে লোককলার বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করেন। এদিক থেকে রসতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ তাঁদের স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে লোককলাকে দেখেন এবং ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি গড়ে তোলেন। এ্যালান ডাণ্ডিস বলেন,

> The literary scholar treats Folklore as literature or as source material for literary masterworks. The historian regards folklore as data sapplying folk attitudes towards historical events and figures. The anthropologist sees folklore as a poeple's autobiographical description of themselves, a description which helps the inquiring ethnographer to see the culture he is studing from the inside out rather than from the outside in, the psychologist consider much of folklore to be collective fantasy with important clues for the analysis of both social and individual psychology.[১৬]

বিশেষ করে, নৃতত্ত্ব-জাতিতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের গবেষণায় লোককলার ভূমিকা অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নৃতত্ত্ববিদ লোককলাকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের একটি শাখা বলেই গণ্য করেন—"Folklore is a branch of cultural ethnology."[১৭] নৃতত্ত্ববিদ প্রকাশ করেন, "The study of various aspects of folk culture and oral tradition such as manners, customs, traditions, superistions folksongs, folktales and myths may eventually solve many difficult problems of ethonology.[১৮]

---

১৬. Alan Dundes, 'Ways of Studing Folklore', *American Folklore*, New York, 1968, p. 41

১৭ R. D. Jameson, *SDFML, Vol, 1*, p. 400

১৮. S.L. Srivastava, *Folk Culture and Oral Tradition*, 1974, pp. 3-4

লোককলা রত্নগর্ভ খনির মত ; এর রত্নরাজি চতুর্দিকে আলো বিকীরণ করে ; পণ্ডিতগণ স্বীয় ধারণা অনুযায়ী নিজ নিজ জ্ঞানের বাতি প্রজ্বলিত করেন। লৌকিক উপাদান উপকরণের এরূপ বিভিন্নমুখী প্রবণতা থেকে এর গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ (School), পদ্ধতি (Method) ও তত্ত্ব (Theory) গড়ে উঠেছে। লোককলা চর্চার কতক প্রধান স্বীকৃত পদ্ধতি আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১. নন্দনতাত্ত্বিক পদ্ধতি – (Aesthetical method)

২. নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি – (Anthropological method)

৩. সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি – (Sociological Method)

৪. মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি – (Psycho-Analytical Method or theory of Psycho Analysis)

৫. ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি – (Philological Method)

৬. তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ইত্যাদি।

এসব মত-পথ-পদ্ধতি গঠনে টেলর, ফ্রয়েড, বোয়াস, বেসকম প্রমুখ পণ্ডিতের অবদান আছে। নাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যার আলোকে লোককলার বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। অর্থাৎ লোককলায় শিল্প-সৌন্দর্য, নৃবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ধ্বনিবিজ্ঞান ইত্যাদির কি কি উপাদান আছে, ঐসব বিদ্যার আলোচনা-পদ্ধতি প্রয়োগ দ্বারা সেসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এগুলো লোককলার নিজস্ব পদ্ধতি নয়। তবে লোককলাবিদগণ নীরবে বসে ছিলেন না, তাঁরা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু পদ্ধতি ও মতবাদ গড়ে তোলেন। এ বিষয়ে গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়, কার্ল ক্রোন, এ্যান্টি আর্নে, থিওডোর বেনফে, ক্লদ লেভি স্ট্রস, ভ্লাদিমির প্রপ, স্টিথ থম্পসন, এ্যাক্সেল ওলরিক, এ্যালান ডাণ্ডিস প্রমুখের নাম করতে হয়। তাঁরা যেসব তত্ত্ব দেন, সেসবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি তত্ত্ব নিম্নরূপ ঃ

১. ভারতীয় তত্ত্ব (Indionis Theory) বা এককেন্দ্রিক উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Monogenesis)

২. সমান্তরালবাদ (Parallelism) বা বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Polygenesis)

৩. বিকিরণবাদ বা সম্প্রসারণবাদ (Diffusionism)

৪. ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Method)

৫. ধ্রুব সূত্র (Epic Laws)

৬. তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)

৭. প্রতীকবাদ (Theory of Symbolism)

৮. রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Structuralism) ।

লোককলার পদ্ধতি সম্পর্কে আরও অনেক মত-পথ আছে। আমরা এসব বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, লোককলাভিত্তিক মতবাদ ও তত্ত্বগুলো মূলত লোককাহিনীর গবেষণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তবে লোককলার অন্য শাখার ক্ষেত্রেও এগুলো প্রয়োগ করা যায়। নন্দনতত্ত্ব, তুলনামূলক পদ্ধতি, রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি দ্বারা লোকসাহিত্যের মতো লোকশিল্পের বিচার-বিশ্লেষণ হতে পারে। বিশ্বের নানা দেশ থেকে সংগৃহীত লোকসাহিত্যের অজস্র মটিফকে স্টিথ থম্পসন মটিফ-সূচি আকারে মোট ৬ খণ্ডে প্রকাশ করেন। লোকশিল্পেরও নিজস্ব ধারার মটিফ আছে ; লোকশিল্প মটিফ-সূচি এ-পর্যন্ত কেউ করেননি। ভ্লাদিমির প্রপের ক্রিয়াশীলতা (Functionism) দ্বারা লোককাহিনীসহ লোকসাহিত্যের অনেক শাখার বিশ্লেষণ সম্ভব। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম বলেন, "…..প্রপ-এর মতে (ক্রিয়াশীলতা) ফোকলোরের সব উপাদানেই প্রযোজ্য, কাহিনীর বেলায় সামগ্রিকভাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমিতার্থে।"[১৯]

বিশিষ্ট নাম-শব্দ (Terminology)

লোককলা চর্চায় কতকগুলো বিশিষ্ট শব্দ (Term) সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক—যেমন (১) আত্মবাদ (Mana), (২) সর্বপ্রাণবাদ (Animism), (৩) যাদুবিদ্যা (Magic), (৪) বিধি-নিষেধ (Tabu), (৫) কুলকেতু (Totem), (৬) জীবন-প্রতীক (Life-Token), (৭) মটিফ (Motif), (৮) জ্ঞাতি-সম্পর্ক (Kinship), (৯) মাতৃতান্ত্রিকতা-পিতৃতান্ত্রিকতা (Matriarchy- Patriarchy), (১০) বিবাহ (Marriage) ইত্যাদি। শব্দগুলো অধিকাংশই নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব বিষয়ক, মটিফ লোককলা বিষয়ক।

আত্মবাদ আদিম ধর্মবিশ্বাস। মেলানেশীয় Mana থেকে আত্মবাদ ধারণার উৎপত্তি। Mana নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তি (impersonal force) ; জাগতিক ও নৈসর্গিক যাবতীয় ঘটনার মূলে আছে আত্মতুল্য এই শক্তি। মেলানেশীয় আদিবাসীরা বিশ্বাস করে যে, যোদ্ধার যুদ্ধে জয়লাভ, ক্ষেতে কৃষকের ভাল ফসল উৎপাদন,

---

১৯. মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি*, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৫৪

পশুপালে পশুর বৃদ্ধি ইত্যাদি Mana-র কারণেই ঘটে থাকে। Mana ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজের শক্তি রাখে। বিশেষজ্ঞের ভাষায় মানার সংজ্ঞা হল : 'A Kind of transcedental force, Mana is thought to be the spirit that pervades all objects and things and is responsible for the good and the evil in the universe.'[২০] আর আর ম্যারেট (R.R. Marrett) মানাকে আদিম ধর্মাবিশ্বাস বলে অভিহিত করেন। মানারূপী এই নৈর্ব্যক্তিক শক্তি পৃথিবীর সকল বস্তুকে প্রভাবিত করে। এরূপ বিশ্বাস থেকে তারা একে শ্রদ্ধা জানায় ও উপাসনা করে।[২১] আমাদের দেশে সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় দেবতা 'বঙ' ; আত্মা স্বরূপ বঙ পৃথিবী সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সকল ঘটনার মূলে তারই প্রভাব আছে। মেলানেশীয় 'মানা' এবং বঙ্গদেশীয় 'বঙ' একই চেতনার ফল।

মানাবাদের পরবর্তী স্তরে আছে সর্বপ্রাণবাদ (Animism)। নৃবিজ্ঞানী ই বি টাইলর (Edward Burnett Tylor) এ মতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে — Animism is the atribution of soul or spirit to living things and inanimate objects. In full-blown animism nothing is really inanimate ; everything is alive with spirit, active or not.[২২] শুধু প্রাণী নয়, জড় প্রাকৃত, অপ্রাকৃত সকল বস্তুতে আত্মার আরোপ করে পূজা-আচার-স্তুতি চালু হয়। সর্বপ্রাণবাদ আত্মাবাদেরই সম্প্রসারিত রূপ। এর প্রতি বিশ্বাস থেকে ভূত-প্রেত-যক্ষ-রাক্ষস-দেবদেবী প্রভৃতি অশরীরা অলৌকিক শক্তির উদ্ভব হয়। টাইলর বলেন, মানুষের দেহে দু' রকমের আত্মা আছে—মুক্ত আত্মা (free soul) ও দেহগত আত্মা (body soul) মুক্ত আত্মা দেহের বাইরে গেলে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে ও নানা রূপ স্বপ্ন দেখে, সে আত্মা দেহে ফিরে এলে তার ঘুম ভাঙে। দেহগত আত্মা দেহ ছেড়ে গেলে মানুষ মৃতদেহে পরিণত হয়। কিন্তু আত্মা অশরীরী ও অবিনশ্বর। সে মানুষের ভাল ও মন্দ দুই করতে পারে। মন্দ আত্মা ভৌতিক এবং ভাল আত্মা দৈবিক জ্ঞানে মানুষের ভয়-ভক্তি-পূজা পেয়ে থাকে। পূর্ব পুরুষের পূজা এভাবেই চালু হয়। বস্তুপূজার মূলেও আছে বস্তুর মধ্যে বিরাজমান আত্মাবাদের চেতনা। আমাদের দেশে গাছ-পাথর-বৃষ্টি-নদী-চন্দ্র-সূর্য পূজার পেছনে একই মনোভাব কাজ করে। সপ্রাণবাদ (animatism) বলে আর একটি স্তরের কথা বলা হয়। প্রাণহীন বস্তুতেও প্রাণ আছে—চলমান নদীপ্রবাহ,

---

২০. *The Columbia Encyclopeadia*, p. 78

২১ বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), *লোকসংস্কৃতি কোষ*, কলিকাতা ১৯৯৫, পৃ. ৩৩৪

২২. *The New Encyclopeadia Britannica, Vo., 1*, 1994 (15th edition), p. 421

ভাসমান মেঘ ইত্যাদি দেখে আদিম মানুষের এরূপ প্রত্যয় হয়। এ থেকে জড়-পূজার প্রচলন হয়।

সর্বপ্রাণবাদের পরে আদিম ধর্মবিশ্বাসে যাদুবিদ্যার (Magic) স্থান। যাদুবিদ্যা হল প্রাকৃত-অপ্রাকৃত সকল বস্তু ও প্রাণীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী সেসবকে ব্যবহার করা। আর্চার টেইলর (Archer Taylor)-এর ভাষায় যাদু হল 'The art of controlling nature by supernatural means', যাদুর তিনটি প্রধান উপাদান—মন্ত্র, আচার ও মন্ত্রপূত বস্তু। আমাদের দেশে মন্ত্র পাঠ করে সর্পের বিষ নামানো হয়, মন্ত্রপূত বস্তু দ্বারা নারী-পুরুষকে বশীভূত করা হয়, মন্ত্রাচার দ্বারা ভূত-প্রেত তাড়ানো ও রোগ-ব্যাধি দূর করা হয়। এসব কর্মকাণ্ডে যাদুর প্রভাব আছে। যাদুর গুণ বা শক্তির প্রতি বিশ্বাস পৃথিবীর কমবেশি সর্বত্র প্রচলিত আছে। যাদুর প্রকৃতি ও ফলাফল অনুযায়ী কয়েকটি ধারা আছে—কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল (Black Magic), শুক্ল ইন্দ্রজাল (White Magic), অনুকরণীয় যাদু (Imitative Magic), সমপর্যায়ের যাদু (Sympathetic Magic), সংক্রামক যাদু। (Contageous Magic) ইত্যাদি। এর সাথে ডাইনিবিদ্যা (Witchcraft), তেলেসমাতি (Sorcery), আগমকথা (Diviniation) প্রভৃতি বিষয় আছে যেখানে যাদুর ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এমন কি বিধি-নিষেধের (Tabu) মতো একটি বিশাল জগৎ যাদুবিদ্যা দ্বারাই প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্টিথ থম্পসন মটিফ-সূচিতে সি০-সি ৯৯৯ নামে বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত একটা স্বতন্ত্র বিভাগই করেছেন। সাধারণত কোন কিছু করা, বলা, দেখা, ছোঁয়া, খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। গ্রামের মেয়েরা স্বামীর নাম, ভাদ্র-বৌ ভাসুরের নাম উচ্চারণ করে না। চুনকে চুন না বলে বলে 'সাদা', সাপকে বলে 'লতা', বসন্ত রোগের কথা না বলে বলা হয় 'মায়ের দয়া' ; গর্ভবতীর কোন কিছু সেলাই করতে নেই, করলে গর্ভের সন্তানের নাড়ি জড়িয়ে যায়। আটকুঁড়ের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়, বিবাহাদি শুভকাজে বিধবার উপস্থিতি নিষিদ্ধ—এরূপ বহু ট্যাবু আছে। ট্যাবু ভঙ্গ করলে ক্ষতি হয় - এটাই সাধারণ বিধি।

কোন প্রাণী, বৃক্ষ বা জড়বস্তুকে আদি বা পূর্ব পুরুষ কল্পনা ও তার পূজা-আরতির বিশ্বাসকে টোটেমবাদ (Totemism) বলে। টোটেমের বাংলা প্রতিশব্দ 'কুলকেতু' বা বংশের আদি পিতা। এর আভিধানিক অর্থ — animal, object assumed as emblem of family or clan. নৃবিজ্ঞানী আর এইচ লেউই (R.H. Leowie) বলেন, "A totem is generally an animal, more rarely a plant, still more rarely a cosmic body of force like the sun or wind, which gives its

name to class and may be otherwise associated with it.[২৩] প্রাণী, উদ্ভিদ, সূর্য বা বায়ুর মতো যে প্রাকৃতিক শক্তি কোন মানবজাতি বা গোত্রকে নামাঙ্কিত বা পরিচিত করে তাকে টোটেম বলে। গোত্রভুক্ত টোটেমের প্রাণীকে আহত করা বা ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। বরং ধ্বংস থেকে তাকে রক্ষা করা হয়, কোথাও বা তার পূজা করা হয়। আমাদের দেশে গোরু, বানর, কাক, বাস্তুসাপ, কাঠবিড়ালি সম্পর্কে যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, সেসব টোটেমবাদের ফল বলেই আমাদের বিশ্বাস।

জ্ঞাতি-সম্পর্ক (Kinship), পরিবার (Family), বিবাহ (Marriage), মাতৃতন্ত্র-পিতৃতন্ত্র (Matriarchy-Patriarchy) প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লোককলা নিবিড়ভাবে জড়িত আছে। মাতৃতন্ত্রে মায়ের ও পিতৃতন্ত্রে পিতার কর্তৃত্ব ; পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের অধিকার ও জ্ঞাতি-সম্পর্ক আনুপাতিকভাবে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে সন্তানের বিবাহে মাতৃকুলের সদস্যের অধিকার ও ভূমিকার স্বীকৃতি মাতৃতন্ত্রের প্রভাবেরই ফল। কন্যাপণ-বরপণ দুই পদ্ধতির পরিবার-প্রথার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রথা (polygamy) চালু আছে, এর বিপরীত বহু-স্বামী প্রথার (Polyandry) নিদর্শন নেই। দক্ষিণ ভারতে টোডা জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা আজও প্রচলিত আছে।

উর্বরতাবাদ (Fertility Cult) আরেকটি শক্তির বিষয় যা লোককলার নানা শাখায় প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত কৃষি-সংস্কৃতিতে উর্বরতাবাদের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বিবাহ ও লৌকিক পালাপর্বণে ধান-দুর্বা-মাছ-দধি-সিন্দুর-কড়ি ইত্যাদির ব্যবহারের পেছনে বহু সংখ্যক প্রজননের বাসনা নিহিত আছে। ভূমিকে সাধ খাওয়ানো, হুদমা অনুষ্ঠানে ক্ষেতে নারীর নগ্ন নৃত্য, হল কর্ষণ, ব্যাঙ বিয়া, কড়ি খেলা ইত্যাদি লোকাচার যৌন ও প্রজনন চেতনার সাথে যুক্ত।

লোককলার আলোচনায় মটিফ (Motif) অতি আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ; এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রদান করা হয়েছে। মটিফ লোককলার উৎস বিচার, অর্থোদ্ধার, অঙ্গসংস্থান, কাঠামো তথা রূপতত্ত্ব বিশ্লেষণে অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে।

ভারতীয় তত্ত্ব (Indionis Theory)

লোককাহিনীর ভারতীয় তত্ত্বের উদ্‌গাতা থিওডোর বেনফে (Theodore Benfey) ; তিনি জার্মান দেশের অধিবাসী। তিনি ১৮৫৯ সালে সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্রে'র

---

২৩ R. H. Lowie, *Introduction to Cultural Anthorpology*, London, 1947, p. 258

অনুবাদ করেন ; গ্রন্থের ভূমিকায় পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লক্ষ করেন যে ঈসপের পশু-কাহিনী ব্যতীত নীতি ও উপদেশ মূলক কাহিনীর সাথে পঞ্চতন্ত্রের অনুরূপ কাহিনীর মিল আছে। তাঁর মতে ভারতের লোককাহিনীতে জীবজন্তু মানুষের ভাষায় কথা বলে ও মানবিক আচরণ করে, কিন্তু ঈসপের গল্পে জীবজন্তু পশুর মতই আচরণ করে। পশুর মানবিক আচরণ আত্মার রূপান্তর (transformation of soul) চেতনার সাথে সম্পৃক্ত ; ভারতের হিন্দুগণ প্রাচীন কাল থেকে আত্মা, আত্মার রূপান্তর, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে।

ভারতের কাহিনী ইউরোপে কখন কিভাবে গেল? থিওডোর বেনফে বলেন, ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণ ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান বণিক, পর্যটক ও শাসক ভারতীয় কাহিনী ভারতের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে বহন করে নিয়ে যায়। এর একটি পথ মধ্যপ্রাচ্যের, অপরটি তিব্বত-চীন হয়ে মোঙ্গলিয়ার পথ। মোঙ্গলিয়রা দুশ বছর পূর্ব-ইউরোপ শাসন করে।

থিওডোর বেনফে প্রধানত গ্রিক কাহিনীগুলোর তুলনামূলক আলোচনার দ্বারাই ভারতীয় উদ্ভবতত্ত্বে উপনীত হন। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বের সাথে অনেকে একমত পোষণ করেননি ; বিশেষত মিশরের লোককাহিনী আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হলে এই তত্ত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে। ভারত-মিশরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হওয়ার অনেক আগেই মিশরের প্রাচীন কাহিনীর উদ্ভব হয়েছিল। স্কটল্যাণ্ডের গবেষক এ্যান্ড্রু ল্যাং (Andrew Lang) দেখেন যে, তের শতকের মিশরের কাহিনী ও হোমার-হিরোডোটাসের রচনার অন্তর্ভুক্ত অনেক কাহিনীর মধ্যে উপাদানগত মিল আছে।[২৪] সুতরাং ভারত উপমহাদেশ লোককাহিনীর একমাত্র উৎস বা কেন্দ্র নয়।

বেনফের ভারতীয় তত্ত্ব তথা এককেন্দ্রিক উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Monogenesis) পরবর্তীকালে না টিকলেও তাঁর অনুসৃত তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি (Comparative Method) অনেক নৃ-বিজ্ঞানী ও লোককলাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিশ্বের লোককাহিনী গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নতুন মতবাদের জন্ম দেয়।

ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব (Indo-European Theory) **ও ভেঙ্গে-যাওয়া পুরাণতত্ত্ব** (Broken Down Myth Theory)

জার্মানের গ্রিক ভ্রাতৃদ্বয় জ্যাকব লুডউইগ কার্ল গ্রিম (Jacob Ludwig Karl

---

২৪ মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, *লোককাহিনীর দিক্‌দিগন্ত*, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৩০

Grimm) ও উইলহেলম কার্ল গ্রিম (Wilhelm Karl Grimm) উভয় তত্ত্বের প্রবক্তা। তাঁরা প্রথমে কিণ্ডার-উণ্ড-হানস্ মার্চেন (Kinder-Und-Hansmarchen) নামে দুই খণ্ডে জার্মানের রূপকথা প্রকাশ করেন (১৮১২-১৫)। পরে লোককাহিনীর তুলনামূলক অপর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৮২২)। তাঁরা দেখলেন, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে এসব কাহিনীর উৎস নিহিত আছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জনগোষ্ঠি যেখানে গেছে, লোককাহিনীগুলো হয় একই উৎস থেকে তাদের সাথে সেখানে পরিভ্রমণ করেছে, আর না হয় এক এক জাতির মধ্যে স্বাধীনভাবে জন্ম লাভ করেছে। প্রায়াম কর্তৃক হেলেনের এবং রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণের ঘটনায় কোন তফাৎ নেই ; অনুরূপ হেক্টরবধের ও মেঘনাদবধের ঘটনায় তফাৎ নির্ণয় করা যায় না। লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয়েছে, এথেন্স নগরীও ধ্বংস হয়েছে। গ্রিক পুরাণের ও ভারতীয় পুরাণের আত্মার মিল এভাবেই খুঁজে পাওয়া যায়। এশিয়া ও ইউরোপ ছাড়া অন্য মহাদেশে যদি একই ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়, তবে ধরে নিতে হবে কোন পরিব্রাজক, ধর্মযাজক অথবা বণিক দ্বারা তা প্রচারিত হয়েছে। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় জাতির ও ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে কাহিনীর উৎসের কথা বিবেচনা করে লোককাহিনী বিচারের 'ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব' প্রদান করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা উইলহেলম কার্ল গ্রিম আরও অগ্রসর হয়ে ১৮৫৬ সালে 'ভেঙ্গে-যাওয়া পুরাণতত্ত্ব' বা 'পুরাণের ভগ্নাংশ মতবাদ' (Broken Down Myth Theory) নামে অপর একটি মত প্রদান করেন। লোককাহিনীর উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি অভিন্ন উৎসের কথা বলেন। তাঁর মতে দেশের পুরাণ ভেঙ্গেই এক একটি লোককাহিনীর জন্ম হয়েছে এবং উৎসের ব্যাখ্যা দ্বারাই ঐ কাহিনীর অর্থ বুঝা যাবে। তাঁর ভাষায়- "(Folktales) are to be understood only by proper interpretation of myth from which they come."[২৫]

গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয়ের তত্ত্বের ত্রুটি এখানেই যে, তাঁরা আলোচনাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ও জনগোষ্ঠির লোককাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন ; খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁদের এ তত্ত্ব ধোপে টিকেনি। তবে তাঁরা পুরাণ ও লোককাহিনীর অভ্যন্তরীণ উপাদানগত ঐক্য দেখেন। এরই সূত্র ধরে মটিফ-তত্ত্বের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত লোককাহিনী স্থানান্তরে ভ্রমণ করে। লোককাহিনীর পরিভ্রমণ (migration) সূত্রে 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক তত্ত্বে'র জন্ম হয়।

ম্যাক্স মূলার (Max Muller), এঞ্জেলো দ্য গুবারনেটিস্ (Angelo De Gubernatis) প্রমুখ পুরাতত্ত্ববিদ পুরাণের ভগ্নাংশ মতবাদ সমর্থন করে 'সৌর

---

২৫ উদ্ধৃত, আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৪ (নতুন সংস্করণ), পৃ ২৪

পুরাণতত্ত্ব' (Solar Mythology) সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, অনেক লোককথার উদ্ভব ও বিকাশে সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে। গুবারনেটিস প্রাণী সংক্রান্ত পুরাণ Zoological Mythology গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে পশুবিষয়ক লোককাহিনী এসব পুরাণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্ব (Theory of Polygenesis)

লোককাহিনীর উৎস এক নয়, একাধিক—এর ব্যাখ্যা-সূত্রে 'বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্বে'র কথা বলা হয়। বলা বাহুল্য 'ভারতীয় তত্ত্বে'র সম্পূর্ণ বিপরীত তা। এ্যাণ্ড্রু ল্যাং এরূপ 'এককেন্দ্র উদ্ভবতত্ত্বে'র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, ".....Similar beliefs, similar circumstances in a similar tale might concievably be independently evolved in regions remote from each other."[২৬] দূরবর্তী ও ভিন্ন দেশের হলেও সভ্যতার সমস্তরে লোককাহিনী স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠে, কারণ বিশ্বাস-সংস্কার সবদেশে সমানভাবে জন্মলাভ করে। বিশেষত ভৌগোলিক পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় মিল থাকলে কেবল লোককাহিনী কেন, লোককলার নানা শাখায় অভিন্ন ধর্ম ও প্রকৃতি প্রকাশ পায়। এ্যাণ্ড্রু ল্যাং আর একটি কথা জোর দিয়ে বলেন, তা হল—লোককাহিনী বেশ প্রাচীন, যুগে যুগে সংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্বরতার যুগ অতিক্রম করে সভ্যতার যুগে এগিয়েছে। তাঁর ভাষায়—".....Tales were very ancient and had been handed down with a gradual refining from an age of savage fancy to ages of civilisation."[২৭] বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্ব প্রসঙ্গে 'সমান্তরাল উদ্ভবতত্ত্বে'র (Parallelism) কথা এসে যায়। সমান্তরাল তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ মানবসমাজের বিকাশধারা স্থানের ও কালের দিক থেকে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন হলেও সভ্যতার বিকাশধারায় একই সাংস্কৃতিক পটভূমি ও আবেগময় প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়; এরূপ পরিস্থিতিতে একই ধরণের লোককাহিনীর উদ্ভব ঘটে। বিশেষজ্ঞ বলেন,

> Those holding to the theory of polygenesis hold that similar stages in the development of human society, though separated from each other by both time and place, give rise to similar cultural backgraounds and emotional reactions, and that these in turn lead to the evolution of similar tales.[২৮]

---

২৬. Stith Thompson, *The Folktale*, New York, 1951, p. 381

২৭ ঐ. পৃ ৩২২

২৮ *SDFML, Vol. II*, p. 876

ভিন্ন কথায়, পৃথিবীর দেশে দেশে যুগে যুগে একই সামাজিক–সাংস্কৃতিক পরিবেশে একই ধরনের কৃষ্টি জন্মলাভ করে। স্টিথ থম্পসন প্রমুখ গবেষক কৃষ্টির সমান্তরাল উদ্ভবতত্ত্ব মেনে নেননি ; তবে জেমস্ জর্জ ফ্রেজার (James George Frazer) তাঁর বিখ্যাত The Golden Bough (২ খণ্ড, ১৮৯০) গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেন যে, পৃথিবীর সব জাতিই একই সময়ে না হলেও সভ্যতার এক একটি স্তর অতিক্রম করেছে। বৃটেনের জে এ ম্যাক্কুলোক (J. A. MacCullock) এ–তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।[২৯]

সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে কেবল এক একটি শাখার (genre) কথা বিবেচনা করলে লোককলার বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্ব ও আন্তর্জাতিকতার ধারণা জন্মে। প্রবাদ প্রধানত গদ্যের ভাষায় একটি সংহত চেতনার প্রকাশ—তা সবদেশে সব কালে সব লোকসমাজে লক্ষ করা গেছে। প্রবাদের গঠনগত রূপের মতো প্রয়োগগত রূপও আছে ; তা–ও হুবহু মিলে যায়। এমন কি, প্রবাদের বুদ্ধিগত আনন্দ ও সৌন্দর্য তথা নান্দনিক আবেদনের ব্যাপারেও দেশে দেশে মিল আছে। ছড়া, ধাঁধা, গান, গাথা, লোককাহিনী সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। ছড়া (Rhymes) সবদেশেই লঘু, চপল, চিত্রল, ছন্দোবদ্ধ পদ্যরচনা। ধাঁধাও পদ্যময় ক্ষুদ্র রচনা - রূপক–প্রতীক–উপমা–সাদৃশ্যের সাহায্যে হেঁয়ালি সৃষ্টি করা হয়। এক–দুই শব্দের উত্তর এ রচনার মধ্যে সংগুপ্ত থাকে। গান ও গাথা সুর–তাল যোগে গাওয়ার জন্যই রচিত হয়। বিশ্বের সর্বত্রই একই রীতি। গদ্যে রচিত আখ্যানধর্মী লোককাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শাখায় শাখায় গঠন, রূপ, ভাষা, চেতনা, আনন্দ, সৌন্দর্যগত এরূপ মিল কিভাবে সম্ভব হলো? একটি জাগ্রত চলমান লোকসমাজ অন্য সমাজের দানের বা প্রভাবের অপেক্ষায় বসে থাকেনি। তার প্রয়োজনমত স্বাধীনভাবেই লোকসাহিত্যের এসব ধারা গড়ে তুলেছে। নোয়াম্ চমস্কির ভাষার ক্ষেত্রে মগ্ন–কাঠামোতে (Deep structure) যে মিলের তত্ত্ব দেন, লোককলার উপাদানের অভ্যন্তরীণ মিলটি সেই কারণেই ঘটেছে। আমাদের দেশে কৃষকের ঘরের 'লক্ষ্মীর ছড়া' (ধানগুচ্ছ), জাপানে 'শস্যমাতা' (Harvest mother), ইউরোপে 'শষ্য পুতুল' (Corn doll) বা 'শস্যরানী' (Harvest queen) কি পরস্পরের প্রভাবের ফল, না স্বাধীনভাবে উদ্ভবের ফল? "তেলা মাথায় তেল দেওয়া।", "বেরেলি মে বাঁশ লে জানা।" "Carrying coal to newcastle." প্রবাদগুলো সমার্থক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবাদ একে অপরের প্রভাবজাত হতে পারে, না–ও হতে পারে, কিন্তু প্রথমটি স্বাধীনভাবে

---

২৯ *লোককাহিনীর দিক্‌দিগন্ত*, পৃ, ৩১–৩২

জন্মলাভ করেছে বলে আমারে দৃঢ় বিশ্বাস। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর নদে এলো বান। শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান।" আর "Twinkle twinkle little star, How I wonder, what you are." ছড়া দুটির উদ্দেশ্য শিশুকে ঘুম পাড়ানো। আবেগ, চেতনা, প্রকাশভঙ্গি, ছন্দস্পন্দনে বেশ সামঞ্জস্য আছে। অন্তর-প্রকৃতিতে মানুষে মানুষে অজস্র মিল আছে। জীবনে মিল থাকলে তার সৃষ্টিকলায় মিল থাকবে না কেন? এসব কারণে এককেন্দ্রিক উদ্ভবতত্ত্বের পাশাপাশি সমান্তরাল উদ্ভবতত্ত্ব তথা বহুমুখী উদ্ভব তত্ত্বের কথাও স্বীকার করতে হয়।

উদ্বর্তন তত্ত্ব (Theory of the Survival)

এ্যান্ড্রু ল্যাং, জেমস ফ্রেজার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ উদ্বর্তন তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন। এ-তত্ত্বের মূল কথা হল—লোককাহিনীর মধ্যে যেসব লোকবিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, যাদু ও তন্ত্রমন্ত্রের উপাদান আছে সেসব আদিম মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-যাদু-মন্ত্রের অনুরূপ বা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ। এগুলো সংস্কৃতির ভগ্নাংশরূপে লোককাহিনীতে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছে। চার্লস ডারইনের (Charles Robert Darwin) The Origin of Species (১৮৫৯) গ্রন্থে জীবজগতে অভিব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) যে তত্ত্ব দেন, তারই অনুসরণে নৃতত্ত্বে সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের চিন্তা করা হয়। লোককলার সাংস্কৃতিক পদ্ধতির আলোচনায় এই উদ্বর্তন তত্ত্ব অনুসৃত হয়ে থাকে। জীবদেহের মতো সমাজদেহ সেসব উপকরণ গ্রহণ করে, যেসব তার বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অনুকূল। লোককলা সমাজমানসেরই ফসল। লোককলার কোন একটি উপাদান কত প্রাচীন, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিবাদের আলোকে তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়ার আলোচনায় 'প্রাচীন ইতিহাস', 'প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশে'র কথা বলেন—এগুলো ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়িয়ে আছে। লোককলাবিদের কাজ হবে—এগুলো উদ্ধার করে জাতির লুপ্ত ইতিহাস নির্মাণ করা। রবীন্দ্রনাথের এরূপ বক্তব্যে উদ্বর্তন তত্ত্বের সমর্থন আছে।

বিকিরণবাদ (Diffusionism)

সাধারণত সংস্কৃতির উদ্ভব-বিকাশ-প্রসারের সাথে এই মতবাদটি যুক্ত। আলোর উৎস, এক, কিন্তু তার কিরণ বা রশ্মি চারদিকে বিচ্ছুরিত হয়। মানবসংস্কৃতি কোন এক ভূমি থেকে উদ্ভূত হয় ; পার্শ্ববর্তী স্থানের জনজাতির সাথে লেনদেনের মাধ্যমে সে-সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করার সময় মূল সংস্কৃতি অক্ষত থাকে না ; আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিবর্তিত হয়। মার্কিন

লোককলাবিদ ফ্রান্জ বোয়াস (Franz Boas) লোক-সংস্কৃতির এই বিকিরণবাদ বা সম্প্রসারণতত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি 'জার্নাল অব আমেরিকান ফোকলোর' দীর্ঘকাল সফলভাবে সম্পাদনা করেন (১৯০৮-১৯২৪)। তিনি আমেরিকার উপজাতির লোককাহিনী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখেন যে, একটি উপজাতির লোককাহিনী যখন ভ্রমণ করে, তখন সমধর্মী বা সমতুল্য অন্য লোককাহিনীর সাথে মিলেমিশে বিকৃত হয়, এবং পরিশেষে একটা মিলনও হয়। এভাবে লোককাহিনী দুই জনবসতির সংস্কৃতির মধ্যে একটি মিলনসেতু রচনা করে। রুথ বেনেডিকট (Ruth Benedict) তাঁর 'জুনি মিথলজি' গ্রন্থে ফ্রান্জ বোয়াসের তত্ত্ব সমর্থন করেন ; তিনি বলেন, লোককাহিনী ভ্রমণকালে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতে পারে, আবার নাও মিশতে পারে। তিনি লোককাহিনীর ঘটনাবলিতে ব্যক্তির আবেগ-উদ্বেগের অস্তিত্বকেও স্বীকার করেন।[৩০] বস্তুত বিকিরণবাদ বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্বের (polygenesis) বিরোধিতা করে। এককেন্দ্রিক সভ্যতার বিকিরণতত্ত্ব সংস্কার করে জার্মান পণ্ডিত বিভিন্ন সভ্যতার বিকিরণতত্ত্বের কথা বলেন। প্রধানত স্বাক্ষরহীন জনজাতির অনুকরণ-প্রবণতা থেকে বিকিরণবাদের উদ্ভব হয়। লোককাহিনী স্থান থেকে স্থানান্তরে কিভাবে সম্প্রসারিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিয়ে বিশেষজ্ঞ লিখেন :

> Stories, like culture in general, are diffused by many different agencies : conquest resulting in prisoners, slaves, hostages, trades, exogamous marriages ; migration of people, fugitives, shipwrecked sailors; proselytizing religions like Mohammadanism and Christianity, itinerant entertainers, seapage across boarders.[৩১]

লোককলার উপাদানসমূহ কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে ত্রিবিধি উপায়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হয় ; ১. স্থানিক প্রসারণ (spatial diffusion), ২. স্পর্শক প্রসারণ (diffusion by contact) ; ৩. উদ্দীপক প্রসারণ (stimulous diffusion)। বিষয়টি একটি বৃত্তাবদ্ধ রেখাচিত্রে এভাবে দেখানো যায় :

---

৩০ মযহারুল ইসলাম, *ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন*, ঢাকা, ১৯৬৭ পৃ. ৮৫-৮৬

৩১ *SDFML, Vol,* 1, p. 313

মাত্রাগত বিচারে প্রথম স্তর উদ্ভাবন, দ্বিতীয় স্তর অনুকরণ আর তৃতীয় স্তর অনুসরণ প্রক্রিয়ায় এই সম্প্রসারণ ঘটে থাকে।

ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historical-Geographical Method)

'ঐতিহাসিক–ভৌগোলিক পদ্ধতি' 'ফিনিশ পদ্ধতি' (Finish Method) নামেও পরিচিত। ফিনল্যাণ্ডের লোককলাবিদ জুলিয়াস ক্রোন (Julius Krohn) এবং তৎপুত্র কার্ল ক্রোন (Kaarl Krohn) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ও ব্যাখ্যাদাতা। লোককাহিনী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করে। এরূপ যেমন একটি দেশের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ঘটে, তেমনি দেশ–দেশান্তরে ঘটে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে খাদ্য সন্ধান, রাজ্য জয়, ব্যবসা–বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে স্থানান্তরে বা দেশান্তরে গমনাগমন করেছে ; তাদের সাথে লোককাহিনীও ভ্রমণ করেছে। শুধু লোককাহিনী নয়, মৌখিক ধারার অন্য উপাদান এমন কি শিল্পকর্ম প্রচার লাভ করেছে। এরূপ লৌকিক উপাদান যেখানে যায়, সেখানের ভাষা–সমাজ–সংস্কৃতি–পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে নেয়। জুলিয়া ক্রোন ফিনল্যাণ্ডের 'কালেভালা' (Kalevala) নামক বীরগাথার কাহিনীগুলোর ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে এরূপ পরিভ্রমণ তত্ত্বের সন্ধান পান। একই কাহিনীর বিভিন্ন 'কথান্তর' (variants) অবলম্বন করে তাঁরা কাহিনীর উৎসমূল খুঁজে বার করার একটি পদ্ধতিও নির্ধারণ করেন। এই পদ্ধতির নাম দেন 'ঐতিহাসিক–ভৌগোলিক পদ্ধতি'। দেশের ভূগোল ও ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে এ–পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। 'কথান্তর' এ–পদ্ধতির আলোচনার মূল ভিত্তি। কোন উপকরণের প্রতিটি কথান্তরের অভ্যন্তরীণ মৌলিক অংশসমূহের (basic componenets) বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা উৎসমূলের অনুসন্ধান করা যায়। লক্ষ রাখতে হবে মৌলিক অংশসমূহের কোনগুলো দৈশিক (emic) আর কোনগুলো বৈদেশিক (etic)। ভাষাতত্ত্বের ব্যাখ্যায় emic হলো 'denoting features that

distinguish one language element from all others, as in phonemic, morphemic' ; আর etic হলো ' denoting features that donot serve to distinguish one sound or meaning from another.'[৩২] প্রথমটি functional, দ্বিতীয়টি non-functional.

কালানুগ রীতির (synchronic) অনুসরণে এমিক-এটিক উপাদান চিহ্নিতকরণ ও বিভাজন সম্ভব হয়। কালানুগ রীতিতে পাঠটির রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত পাঠের (Oikotype) সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর উপাদানসমূহের ওপর সাংস্কৃতিক-নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Cultural-Anthropological Method) দ্বারা কোন উপাদান কোন বিশেষ সভ্যতার স্তরকে সূচিত করে, তা নির্ধারণ করতে হয়। এভাবে প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, আধুনিক যুগ অথবা অরণ্য সংস্কৃতি, যাযাবর সংস্কৃতি, কৃষি-সংস্কৃতি ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা যায়। সুনির্দিষ্ট কাল নির্ণয় করতে না পারলেও কোন বিশেষ যুগের পূর্ববর্তী (Terminus antequem) কিংবা পরবর্তী (Post Antequem) কালের বলে অনুমান করা যায়। এরূপে উপকরণের আদিম পাঠ (Archetype) নির্ণয় করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে ভৌগোলিক উপাদান বিশ্লেষণ দ্বারা উৎস-ভূমিরও সন্ধান পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকেও বিবেচনায় নিতে হবে। সুতরাং ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি একটি মিশ্র পদ্ধতি। বস্তুত এ পদ্ধতি লোককাহিনীর বহুমুখী উদ্ভবতত্ত্বের বিরোধিতা করে।

আমাদের দেশে প্রচলিত 'কাক ও চড়ুই' গল্পটি পূর্বে বার্মা ও পশ্চিমে পাঞ্জাবেও পাওয়া যায়। শৃঙ্খলাবদ্ধ গল্পের (Chain tale) আঙ্গিকে গদ্যে ও পদ্যে গল্পটি বর্ণিত হয়। গল্পের ঘটনাসমূহ ছড়ার ছন্দে ক্রমপুঞ্জিত (cumulative) হয়। স্থানের ভিন্নতার কারণে উপাদানের কিছু ভিন্নতা আছে, তবে মৌলিক কাঠামো অভিন্ন। এই গল্পে একটি উপাদান লক্ষণীয়, তা হল পশুর শিং দিয়ে মাটি খোঁড়ার কথা আছে। এটি অরণ্য-সংকৃতির পরিচয় বহন করে। কাক ও চড়ুই-এর মধ্যে মানবভাষা, সংলাপ ও মানবিক আচরণ থেকে বুঝা যায়, এর উৎসভূমি ভারত উপমহাদেশ। কাক সবল, চড়ুই দুর্বল ; সবল-দুর্বলের অসম দ্বন্দ্বে বুদ্ধি প্রয়োগ করে চড়ুই বিজয়ী হয়েছে, কাক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। আসলে কাক ও চড়ুই একটি রূপক বা প্রতীক (symbol)। সামন্তবাদী শ্রেণী-সংঘাতের কথা এরূপ গল্পের আকারে রূপ লাভ করেছে।[৩৩]

---

৩২ উদ্ধৃত : নির্মলেন্দু ভৌমিক, *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা*, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৮০

৩৩ ওয়াকিল আহমদ, 'একটি লোককাহিনীর পাঠ-সমীক্ষা ও রূপতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৫

"A stitch in time saves nine" প্রবাদটি আমাদের দেশে হয়েছে "সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়।" মূলের অনুসরণে নয় ফোঁড় না হয়ে দেশ-প্রথা অনুসারে 'দশ ফোঁড়' হয়েছে। "একের বোঝা দশের লাঠি", "দশ চক্রে ভগবান ভূত", 'দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ", ইত্যাদি প্রবাদে 'দশ' সংখ্যার ব্যবহার বহুত্ববাচক, এ দেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে লৌকিক উপাদান রূপান্তর গ্রহণ করে—এটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রবাদটির উৎস-ভূমি বৃটেন ; বঙ্গ দেশে ইংরেজ আগমনের পর তাদের মাধ্যমে এদেশের মানুষ গ্রহণ করেছে। তুলনামূলক পদ্ধতিতে লোককাহিনীর উৎস ও পরিভ্রমণ সম্পর্কে জানা যায়। একই নমুনার (text) বিভিন্ন পাঠের মধ্যে এই তুলনামূলক আলোচনা করতে হয়। এ্যালান ডান্ডিস বলেন,

> It is called Historic-Geographic because the dimension of time and place are both taken into account in trying to reconstruct the origianal basic or ur-form of a folktale or ballad.[৩৪]

এজন্য এ-পদ্ধতিতে 'কথান্তর' সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয় ; সব দেশের সব ভাষার সব কালের কথান্তর যত্নের সাথে সংগ্রহ করতে হয়। বিশেষজ্ঞ মনে করেন, লোককাহিনীর পরিভ্রমণ তত্ত্ব, রূপান্তর গ্রহণ, উৎস-ভূমি বিচার, মূল পাঠ (ur-form) নির্ণয় ইত্যাদি প্রক্রিয়া থেকেই লোককাহিনীর টাইপ-মটিফ সূচি প্রণয়নের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়।[৩৫] ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতিতে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয়।

(ক) লোককাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক উপাদানসমূহ নির্ধারণ করা।

(খ) লোককাহিনী পরিভ্রমণ করে।

(গ) স্থানান্তরের ফলে স্থান-কাল-পাত্র-ভাষা-সংস্কৃতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়।

(ঘ) গ্রহণ-বর্জন-প্রয়োগের ফলে কাহিনী রূপান্তরিত হয়।

(ঙ) সব রকম কথান্তর সংগ্রহ আবশ্যক হয়।

(চ) কথান্তরসমূহের তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করতে হয়।

---

৩৪ Alan Dundes, 'Ways of Studing folklore', *Our Living Traditions*, USA 1960. p. 41

৩৫ তুষার চট্টোপাধ্যায়, *লোক-সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ, ১৪৭

(ছ) মৌখিক ও সাহিত্যিক উভয় পাঠের সাহায্য নিতে হয়।

(জ) সিনক্রনিক রীতিতে কালানুগ এবং ডায়াক্রনিক রীতিতে কালানুক্রমিক পাঠ নির্ধারণ করতে হয়।

(ঝ) এমিক–এটিক উপাদান সনাক্ত করতে হয়।

(ঞ) এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই লোককাহিনীর আদি পাঠ এবং উৎস–ভূমি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

ধ্রুব সূত্র (Epic Laws)

ডেনমার্কের লোককলাবিদ এক্সেল ওলরিক (Axel Olrik) 'ধ্রুব সূত্র তত্ত্বে'র জন্মদাতা। তিনি ইউরোপের Sage শীর্ষক লোককাহিনীকে বিবেচনায় এনে সূত্রগুলোর সন্ধান পান। প্রত্যেক লোককাহিনীর কতক উপাদান আছে, যেগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে যুক্ত হয়ে সমগ্র কাহিনীর গঠন–কাঠামোটি গড়ে তোলে। তিনি এগুলোকে সূত্রবদ্ধ করে 'এপিক ল' নামকরণ করেন। আবদুল হাফিজ এর বাংলা পরিভাষা করেছেন 'অনন্য সূত্র'।[৩৬] আমরা 'ধ্রুব সূত্র' পরিভাষা গ্রহণ করেছি। এ্যাক্সেল ওলরিক এরূপ ১৩টি সূত্রের কথা বলেন। তিনি বলেন, "This category (sage) would include myths, songs, heroic songs, and local legends. The common rules for the composition of all these sage forms we can then call the epic laws of folk narrative."[৩৭] তিনি ধ্রুব সূত্রগুলোকে লোককাহিনীর 'জীববিজ্ঞান' (Biology) বলে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বের লোককাহিনীতে এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তার প্রধান কারণ এই যে আদিম মানুষ কাহিনীগুলো রচনা করেছে; পৃথিবী ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারায় ঐক্য আছে। সাধারণত দেখা যায় কাহিনীতে কনিষ্ঠপুত্র ভাগ্যবান হয়ে থাকে, সেই বিজয়ী হয়। এও দেখা যায়, মানুষ বা বিশ্বের সৃষ্টি ঠিক তিনটি স্তরে সমাপ্ত হয়। লোককাহিনীর অবয়বগত এসব বৈশিষ্ট্যকে তিনি 'ধ্রুব সূত্র' নাম দিয়ে নিম্নের ১৩টি ধারায় বাণীবদ্ধ করেন :

(১) আরম্ভ ও সমাপ্তি সূত্র (The Law of Opening and the Law of Closing)

---

৩৬ *লোককাহিনীর দিক্‌দিগন্ত*, পৃ. ২০৮

৩৭ Axel Olrik, 'Epic Laws of Folk Narrative', *Study of folklore* (ed, Alan Dundes), New Jersy, 1948, p. 131

(২) পুনরাবৃত্তি সূত্র (The Law of Repetation)

(৩) একই দৃশ্যে দুই-এর সূত্র (The Law of Two to a scene)

(৪) বিরোধের সূত্র (The Law of Contrast)

(৫) তিনের সূত্র (The Law of Three)

(৬) যমজের সূত্র (The Law of Twins)

(৭) চূড়ান্ত অবস্থানের তাৎপর্য-সূত্র (The Law of Importance of Final Position)

(৮) একক উপাদানের সূত্র (The Law of Single Strand)

(৯) আদর্শ গঠনের সূত্র (The Law of Patterning)

(১০) ছন্দোবদ্ধ দৃশ্যের সূত্র (The Use of Tableaux Scenes)

(১১) কাহিনীর যুক্তি সূত্র (The Logic of the Sage)

(১২) অঙ্গসংস্থানের ঐক্যসূত্র (The Unity of Plot)

(১৩) প্রধান চরিত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ (Concentration on a Leading character)।[৩৮]

প্রধানত কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য, সংখ্যা, যুক্তি, চিন্তা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সূত্রগুলো নিরূপিত হয়েছে। কাহিনী হঠাৎ করে শুরু হয় না, আবার হঠাৎ করে শেষও হয় না ; এর সূচনা আছে, বিস্তার ও পরিণতি আছে। 'এক দেশে এক রাজা আছিল' বা 'এক বনে এক বাঘ ছিল'—এভাবে গল্প শুরু হয়। আবার শেষে 'আমার কথা ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো' বলে গল্পের সমাপ্তি টানা হয়। কাহিনীর এরূপ বৈশিষ্ট্য থেকে ১ম সূত্রটি নির্ণীত হয়েছে।

কোন এক দৃশ্যে দুয়ের বেশি চরিত্র থাকে না, সংলাপ, সংঘাত দুজনের মধ্যেই সংঘটিত হয় ; তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকলেও সে নিষ্ক্রিয়, নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়। ৩য় সূত্রে এ সম্পর্কে আলোকপাত আছে। ১০নং সূত্রেও দৃশ্যের কথা আছে। Tableaux শব্দের অর্থ—বিস্ময় উৎপাদনকারী দৃশ্য। কাহিনীতে এরূপ এক বা একাধিক দৃশ্য থাকতে পারে। এ্যাক্সেল ওলরিক বলেন, "In these scences (Tableaux scences), the actors draw near to each other : The hero and

---

৩৮ ঐ. পৃ. ১৩৯-৪০

his horse ; the hero and the monster ; Thor pulls the world Serpent up to the edge of the boat.[৩৯]

৫ম সূত্রে তিনের সূত্রটি লোককলার নানা শাখায় প্রায়শ দৃষ্টিগোচর হয়। এমন কি, উচ্চ সাহিত্যেও তিনের ব্যবহার আছে - চরিত্র, ঘটনা, বস্তু, সংখ্যা বিচিত্র বিষয়ক হতে পারে তা। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল (sky, earth, sea), অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ (past, present, future), সূর্য, চন্দ্র, তারা (Sun, Moon, Star) ইত্যাদি জোটবদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় অথবা সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। "বামুন, বাদল, বান—দক্ষিণা পেলে যান।", "নদী, নারী, শৃঙ্গধারী— এ তিনে না বিশ্বাস করি।" ইত্যাদি প্রবচনে তিনের 'ধ্রুব সূত্র' আছে।

যমক চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রকৃত যমজ ভ্রাতা-ভগ্নী হতে পারে, আবার একই ভূমিকায় অবতীর্ণ দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিও হতে পারে। দুই ব্যক্তি- ঘটনার বিরোধ বা সংঘাত থেকে 'বিরোধ সূত্রে'র (৪ নং) উদ্ভব। নায়ক ও খল, সবল ও দুর্বল, ভাল ও মন্দ বিরোধ সূত্রের বিষয়ভুক্ত।

সরল রৈখিক ঘটনার বিন্যাস লোককাহিনীর বৈশিষ্ট্য ; একাধিক ও জটিল ঘটনা, এমন কি উপকাহিনী এড়িয়ে চলে। 'একক উপাদান সূত্র' (৮ নং) বলতে একই সময়ে একটি সরল কাহিনীর বিবরণকে বুঝায়। ১২নং সূত্রটি ঘটনা-সংস্থান সম্পর্কিত। নাটকে ঘটনার ঐক্যের ওপর জোর দেওয়া হয়। শ্রোতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উৎকণ্ঠার সাথে কাহিনী শুনে ঘটনা-পরম্পরার এই ঐক্য সূত্রেই। উদারহণ স্বরূপ বলা যায়, শিশু ভূমিষ্ট হলে দৈত্যকে উৎসর্গ করতে হবে এমন প্রতিশ্রুতি থাকলে কাহিনীর সব কিছুর লক্ষ্য হবে—ঐ দৈত্যের কবল থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায়। ঘটনাবলি সেভাবেই গ্রথিত হবে।

স্টিথ থম্পসন মনে করেন, ওলরিক কথিত সূত্রসমূহ লিখিত কাহিনীর ও মৌখিক কাহিনীর পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৪০]

ক্রিয়াশীলতা তত্ত্ব (Functionalism)

রুশ লোককলাবিদ ভ্লাদিমির জে প্রপ (Vladimir J. Propp) ক্রিয়াশীলতা তত্ত্বের প্রবর্তক। তিনি রূপকথার কাঠামোগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ-তত্ত্বের সন্ধান পান। তিনি লক্ষ করেন যে, বিশ্বের রূপকথাগুলোর অন্য অনেক কিছু উপাদান

---

৩৯ ঐ. পৃ. ১৩৮

৪০ Stith Thompson, *The Folktale*, New York, 1951, p. 456

পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়, কিন্তু ক্রিয়াশীলতা অপরিবর্তনীয় থাকে। কাহিনীর অন্তর্গত কুশী-লব (dramatis personae) যা করে, তাই ক্রিয়াশীলতা। প্রপ এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেন,

(১) Function is understood as an act of a character, defined from the point of view of its significance for the course of action.

(২) Functions of characters serve as stalle, constant elements in a tale, independent of how and by whom they are fulfilled. They constitute the fundamental components of a tale.

(৩) The number of functions known to a fairy tale is limited.[৪১]

কাহিনী যখন পরিভ্রমণ করে তখন সংমিশ্রণ-তত্ত্বের (Diffusionism) কারণে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু ক্রিয়াশীলতার পরিবর্তন হয় না। তিনি তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে, কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, স্থান, দৃশ্য, ক্রিয়ার এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে, সেগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করেন :

(১) পরিবর্তনশীল (variable)

(২) ধ্রুব বা অপরিবর্তনশীল (Constant)

তাঁর মতে একমাত্র ক্রিয়াশীলতা অপরিবর্তনীয়, অন্যগুলো পরিবর্তিত হয়। কাহিনীর অবয়ব অনুযায়ী ক্রিয়াশীলতার সংখ্যা কমবেশি হয়; কাহিনীতে ক্রিয়াশীলতা জোড়াভাবে, ধারাবাহিকভাবে অথবা স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে, তবে কেন্দ্রীয় ঐক্য বজায় থাকে। এ-সম্পর্কে ক্লদ লেভি-স্ট্রস (Claude Levi-Strauss) বলেন,

> Pairs of functions, sequences of functions and independent functions are organised in an unchanging system.[৪২]

তাঁর মতে, জোড়া ক্রিয়াশীলতার উদাহরণ : নিষেধ (Prohibition) -- নিষেধভঙ্গ (violation), সংগ্রাম (struggle)- বিজয় (victory), নিপীড়ন (Persecution)-পীড়নমুক্তি (deliveration) ইত্যাদি ; আর গুচ্ছ ক্রিয়াশীলতা : খলের ক্ষতিসাধন (villany), নায়কের প্রস্থান (dispatch), প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত (decision for

---

৪১ উদ্ধৃত : *ফোকলোর চর্চায় রূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি*, পৃ ১২

৪২ ঐ পৃ. ৩

counteraction)- গৃহত্যাগ (departure from home) ইত্যাদি। এসব দ্বৈত (binary), গুচ্ছ (group), স্বাধীন (indepent) ক্রিয়াশীলতার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হয় ও যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে।

ভ্লাদিমির প্রপ বিভিন্ন কাহিনীর কাঠামো বিশ্লেষণ করে সর্ব মোট ৩১টি ক্রিয়াশীলতার সন্ধান লাভ করেন। এগুলো নিম্নরূপ :

প্রাথমিক অবস্থা : এখানে নায়কের পরিচয় দেওয়া হয় : প্রপ প্রাথমিক অবস্থাকে ক্রিয়াশীলতা বলেননি।

১. নায়ক অথবা পরিবারের কোন সদস্যের গৃহত্যাগ অথবা গৃহে উপস্থিতি।

২. নিষিদ্ধকরণ।

৩. নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ।

৪. খলের প্রাথমিক পরীক্ষা।

৫. খল কর্তৃক নায়ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ।

৬. খলের চাতুরীর ফাঁদ পাতা

৭. নায়ক নিজের অজান্তে খলের শিকারে পরিণত হয়।

৮. (ক) খলের খলত্ব প্রকাশ অর্থাৎ নায়কের ক্ষতিসাধন করা।
(খ) নায়ক–পরিবারের কোন সদস্যের অভাব অনুভব করা।

৯. অভাব মোচনের জন্য নায়কের প্রস্থান।

১০. প্রতিরোধ বা প্রতিশোধমূলক কাজের সূত্রপাত।

১১. নায়কের গৃহত্যাগ।

১২. নায়ককে পরীক্ষা অথবা আক্রমণ করা।

১৩. নায়কের প্রতিক্রিয়া ও তদনুযায়ী কর্ম।

১৪. নায়কের যাদুদ্রব্য ও প্রয়োগকৌশল লাভ।

১৫. নায়কের স্থানগত পরিবর্তন এবং পথপ্রদর্শন।

১৬. নায়ক ও খলের সরাসরি দ্বন্দ্ব।

১৭. নায়ক চিহ্নিত হয়।

১৮. নায়ক জয়ী ও খল পরাভূত হয়।

১৯. প্রাথমিক অবস্থা তথা অভাব অপসারিত।
২০. নায়কের প্রত্যাবর্তন।
২১. খল কর্তৃক নায়কের অনুরণ।
২২. খলের অনুসরণ থেকে নায়কের উদ্ধার।
২৩. অপরিচিত অবস্থায় নায়কের গৃহাগমন।
২৪. মেকি–নায়ক দাবির অসারতা প্রতিপন্ন হয়।
২৫. নায়কের কাছে কঠিন পরীক্ষার প্রস্তাব।
২৬. নায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।
২৭. নায়ক সনাক্তকরণ (recognition)।
২৮. মেকি নায়কের মুখোশ উন্মোচন।
২৯. ছদ্মবেশী নায়কের রূপান্তরণ।
৩০. খলকে শাস্তি প্রদান।
৩১. নায়কের পত্নী, সম্পদ ও সিংহাসন লাভ।[৪৩]

৩১টি মূল ক্রিয়াশীলতা চুম্বক আকারে বলা হল ; প্রতিটি ক্রিয়াশীলতার শাখা–প্রশাখা আছে। যেমন সর্বশেষ ক্রিয়াশীলতা (ক) রাজকন্যা ও রাজ্য লাভ, (খ) শুধু রাজকন্যা লাভ, (গ) শুধু সিংহাসন লাভ, (ঘ) বিবাহের প্রতিশ্রুতি, (ঙ) পত্নী–বিয়োগ ও বিবাহ, (চ) সম্পদ বা পুরস্কার লাভ। এখানে মনে রাখা দরকার কোন একটি গল্পে সবগুলো ধারা থাকবে এমন নয়, কতক থাকবে, বাকিগুলো অনুপস্থিত থাকবে। আমরা আগে বলেছি, কলেবর অনুযায়ী ক্রিয়াশীলতার সংখ্যা কমবেশি হয়।

এ্যাক্সেল ওলরিক কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, দৃশ্য ইত্যাদি অবলম্বন ১৩টি 'ধ্রুব সূত্র' নির্ণয় করেন, ভ্লাদিমির প্রপ কেবল ক্রিয়াশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ৩১টি সংজ্ঞা–সূত্র নির্ণয় করেন।

ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভি–স্ট্রস লোককাহিনীর ক্রিয়াশীলতা ও মটিফ বিশ্লেষণ করে একটি রূপতাত্ত্বিক সূত্র প্রদান করেন। তিনি ভাষাতত্ত্বের পদপ্রকরণমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির (paradigmatic analysis) 'চতুরঙ্গ সাদৃশ্যমূলকতা'র (four term homology) অনুসরণে সূত্রটি বীজগণিতের আশ্রয়ে এভাবে নির্ণয় করেন :

$f_x(a) : f_y(b) :: f_x(b) : f_{a-1}(y)$

---

৪৩ ঐ, পৃ ১৩-৫২

অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম এ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেন,

> লেভি-স্ট্রসকে আমি যতটা বুঝেছি তাতে ফর্মুলার প্রথম দুই সদস্য কাহিনীতে দ্বন্দ্বের পটভূমিকা নির্মাণ করে, তৃতীয় সদস্য ঘটনাকে বাঁক ফিরিয়ে সন্ধিক্ষণে বা সংকট মুহূর্তে নিয়ে যায় এবং শেষ সদস্য পরিসমাপ্তির অবস্থা সৃষ্টি করে। অন্যভাবে বলা যায়, কাহিনীর প্রথম তিন সদস্য $f_x(a)$, $f_y(b)$ এবং $f_x(b)$ একটি বেগবান পদ্ধতিকে প্রকাশ করে বা ঘটায় যার শেষ ফলশ্রুতি প্রকাশ পায় বা বাস্তবায়িত হয় সর্বশেষ সদস্যের $f_{a-1}(y)$ সহায়তায়। আর তখনই মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ারও সমাপ্তি ঘটে।[৪৪]

তিনি প্রতীক অক্ষরের ব্যাখ্যায় বলেন,

a - Evil forces

b - Goodness

f - Functions

x -(a) tries to win over (b)

y - (b) ultimately wins over (a)[৪৫]

তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় লোককাহিনীর চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি লক্ষ করে এরূপ সূত্র সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় a খল চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তার ক্রিয়াশীলতা f_x ; b নায়কের ভূমিকা পালন করে ; তার ক্রিয়াশীলতা f_y। a প্রথমে আবির্ভূত হয়ে বিষয়ের অবতারণা, উন্মোচন ও যাত্রা শুরু করে ; এটা কাহিনীর প্রাথমিক অবস্থা। b এসে এর বিরোধিতা করে এবং কাহিনীকে বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত করে। এ-অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ না পুরো অবস্থা নায়কের পক্ষে আসে। একটি জ্যামিতিক রেখাচিত্রের সাহায্যে অবস্থাটিকে এভাবে বুঝানো যায় :

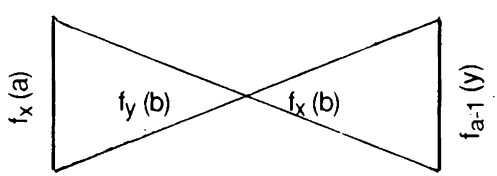

৪৪ ঐ. পৃ. ১৬১

৪৫. মযহারুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর*, ঢাকা ১৯৯৮, পৃ, ১৬০

প্রকৃতপক্ষে বিরোধী পক্ষ দুটো (a ও b) ; গতিসূচক মুখ্য ক্রিয়াশীলতাও দুটো (x ও y)। খল ও নায়কের বিপরীতমুখী কর্মের জন্য উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই দ্বন্দ্বের ফলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয় ; এ-স্তরে নায়ক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। নায়ক সাহায্যকারী বন্ধু, প্রাণী, যাদুশক্তি, দৈবশক্তির সাহায্য লাভ করে শেষে খলকে দমন বা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। প্রথমে খল বলবান থাকে, নায়ক থাকে দুর্বল ; এই অবস্থাকে fx (a) > fy (b) দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, পরে নায়ক মধ্যস্থতাকারী বা সাহায্যকারী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে খলকে দমন করতে এগিয়ে যায়। নায়কের এ-অবস্থাকে fx(b) রূপে দেখানো হয়েছে, সূচনাতে যা ছিল fx(a), কেননা তখন খলেরই ভূমিকা প্রধান ছিল। মিলনাত্মক কাহিনীর শেষে নায়কের বিজয় এবং খলের পরাজয় ও ধ্বংস দেখানো হয়। এক্ষেত্রে পক্ষ দুটোকে fx (b) > fa-1 (y) রূপে দেখানো যায়। বিষাদাত্মক কাহিনীতে এর বিপরীত ফল হওয়াই সংগত। এক্ষেত্রে দুটো দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। (১) 'কাক ও চড়ুই' গল্পে চড়ুই বাজিতে হেরে গেলে কাক তার বুক খেতে চায়। কাক খল চরিত্র, চড়ুই ভাল চরিত্র। চড়ুই কাকের অপবিত্র ঠোঁট ধোয়ার প্রস্তাব করে, কাক সম্মত হয়। এ-পর্যন্ত fx (a) : fy (b) দ্বারা কাক ও চড়ুইয়ের ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কটি বুঝাতে পারি। কাক ঠোঁট ধুতে গিয়ে একে একে নদী, কুমার, হরিণ, মহিষ, গোরু, কামার ও গৃহস্থের কাছে যায়। শেষে গৃহস্থের দেওয়া আগুনে পুড়ে কাক মারা যায় ; চড়ুই প্রাণে রক্ষা পায়। এ-অবস্থাই fx(b) : fa-1(y) দ্বারা সূত্রাবদ্ধ।

(২) 'মৈমনসিংহ গীতিকার' মহুয়া গাথার হুমরা দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এক ব্রাহ্মণ-কন্যাকে অপহরণ করে ; তাকে লালন পালন করে, বাজি খেলা শিখায়, নাম রাখে মহুয়া। সে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে বেদের দলের সর্দার হয়। হুমরার এ-ভূমিকা fx (a) দ্বারা সূচিত হয়। এরপর নায়ক নদের চাঁদের আবির্ভাব ; সে মহুয়ার প্রেমে পড়ে, মহুয়াও তাকে প্রেম নিবেদন করে। নদের চাঁদের এরূপ ভূমিকাকে fy (b) দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। হুমরা এ-প্রেম স্বীকার না করায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে, হুমরা নদের চাঁদকে হত্যার নির্দেশ দেয়। নদের চাঁদ ও মহুয়া পরামর্শ করে দেশত্যাগ করে। নদের চাঁদের এখন ভূমিকা দাঁড়ায় fx (b)। পথে অসাধু বণিক ও সন্ন্যাসী তাদের মিলনের পথে প্রতিবন্ধকের ভূমিকা পালন করে। এদের ক্রিয়াশীলতা খলের অনুরূপ : এদেরকে a_1, a_2-রূপে দেখানো যায়। নদের চাঁদ ও মহুয়া বিপদমুক্ত হয়ে কিছুকাল বনে দাম্পত্যজীবন যাপন করলেও শেষ পর্যন্ত হুমরার দল কর্তৃক ধৃত হয় ; মহুয়া আত্মহত্যা করে, নদের চাঁদ নিহত হয়। এখানে নায়কের মৃত্যুকে সামাজিক দৃষ্টিতে দেখলে f_x (b) : f_{a-1}(y) সূত্রটি প্রয়োগ করা যায়।

আর মহুয়া-নদের চাঁদের প্রেম মৃত্যুতেও অমর-এরূপে দেখানো হয় এবং হুমরা দল ভেঙে দিয়ে একাকিত্বের জীবন বেছে নেওয়ায় তার অনুশোচনা মর্মযাতনা রূপে চিহ্নিত করা যায় তবে ঐ তত্ত্ব খাটে। এক্ষেত্রে প্রকৃত ট্র্যাজেডি হুমরা বেদেরই।

লেভি-স্ট্রস পুরাণকাহিনী (myth) অবলম্বনে তাঁর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের তত্ত্ব তৈরি করে Structural Anthropology নামে দুই খণ্ডে (১ম খণ্ড, ১৯৬১ ২য় খণ্ড, ১৯৭৬) গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে পুরাণকাহিনীতে আদিম মানুষের স্বপ্ন, কল্পনা, চিন্তা, আবেগ প্রকাশিত হয়েছে, রূপক-প্রতীকের ভাষায়। অর্থাৎ কাহিনীর গভীরে প্রবেশ করলে তাদের আর্থ-সামাজিক-ঐতিহাসিক ঘটনার স্বরূপ উদঘাটিত হয়। এখানে আভ্রাম নোয়াম চমস্কির (Avram Noam Chomsky-র) উপর-কাঠামো (surface structure) ও মগ্ন কাঠামোর (deep structure) তত্ত্ব স্মরণ করা যায়। পদ-প্রকরণের আলোচনায় (Syntactical) ভাষার সব রকমের পার্থক্য উপর-কাঠামোর, কিন্তু মগ্ন কাঠামোতে ঐক্য বিরাজ করে। লেভি-স্ট্রসের সূত্রের মধ্যে কাহিনীর উপাদানগত নানা দিক আছে : জোড়াত্বের চেতনা (binarism), প্রতিবাদী-দ্বৈততা (Dichotomy), সাদৃশ্য স্তম্ভগুচ্ছ (Mytheme), সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, আবর্তন-রূপান্তর (transformational aspects) ইত্যাদির দ্বন্দ্ব সমন্বয়মূলক আঙ্গিক সংস্থানের বিন্যাস। এরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মারাণ্ডা-দম্পতি মন্তব্য করেন,

> Levi-Strauss uses his formula to account for the relationship between a whole series of variant of a myth and the socio-historical context from which they spring.[৪৬]

লেবি-স্ট্রসের রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গুরুত্ব নিহিত আছে পুরাণের অন্তর্গত এই 'সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ' নিরূপণে।

লেভি-স্ট্রস দাবি করেন, পুরাণকাহিনীর অন্তর্নিহিত এ-সত্য বিজ্ঞানের হত যৌক্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষায় —

> The kind of logic in mythical thought is as rigorous as that of modern science and that the difference lies, not in the quality

---

৪৬ E. K. Marand and P. Maranda, *Structural Models in Folklore and Transformational Essays*. 1871, Paris p. 30; *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান*, পৃ. ১৭২

of the intellectual process, but in the things to which it is applied.[৪৭]

ই. কে. মারাণ্ডা ও পিয়ারে মারাণ্ডা (Elli Kongas Maranda and Pierre Maranda) মার্কিন দম্পতি লেভি-স্ট্রসের ধারাবাহিকতায় লোককাহিনীর রূপতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অপর একটি সূত্র (formula) দেন। তাঁর সূত্রটি নিম্নরূপ :

QS : QR :: FS : FR

QS = Quasi solution (আপাত সমাধান)

QR = Quasi Result (আপাত ফল)

FS = Final Solution (শেষ সমাধান)

FR = Final Result (শেষ ফল)।[৪৮]

এখানেও ভাল-মন্দ তথা নায়ক-খলের দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্বের সূচনার ফলাফল QS : QR সূত্র। আর শেষ ফলাফল FS : FR সূত্র দ্বারা বুঝানো হয়েছে। কাহিনীর চরিত্র, ঘটনা, ক্রিয়াশীলতা, মটিফ, প্রতীক সব ধরনের উপাদান এরূপ জ্যামিতিক ছকের মধ্যে আবর্তিত হয়। পূর্বোক্ত 'কাক ও চড়ুই' গল্পে বাজিতে হারের পর কাক কর্তৃক চড়ুইয়ের বুক খেতে চাওয়া এবং চড়ুই কর্তৃক কাকের ঠোঁট ধোওয়ার প্রস্তাব QS : QR সূত্রকে সমর্থন দেয়। কাহিনীর শেষে আগুনে দগ্ধ হয়ে কাকের মৃত্যু এবং চড়ুইয়ের প্রাণ রক্ষা FS : FR সূত্রকে সমর্থন দেয়। সবল-দুর্বলের সংঘাতে দুর্বল হয়েও চড়ুই প্রাণে রক্ষা পেয়েছে বুদ্ধি প্রয়োগ করে। এখানে শক্তি ও বুদ্ধির লড়াই ; দৈহিক বল অপেক্ষা বুদ্ধি-বলের স্থান উর্ধে— এরূপ সূক্ষ্ম নীতি এ-গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আমেরিকার লোককলাবিদ এ্যালান ডন্ডিস লোককাহিনরীর একটি সরলরৈখিক রূপতত্ত্ব দিয়েছেন : তাঁর তত্ত্বটি হল L ---> LL ; L = Lack (অভাব), LL = Lack Liquidated (অভাব-পূরণ)। নায়ক অভাব বোধ থেকে যাত্রা করে ; অভাব-পূরণ হলে কাহিনী সমাপ্তি লাভ করে। তিনি প্রধানত কাহিনীর মটিফের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এরূপ তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তিনি বলেন, "One structural type of

---

৪৭ Claude Levi-Strauss, *Structural Anthropology, Vo.I, 1*, New York, 1963

৪৮ *op. cit.*

American Indian folktale consists of just two motifemes lack (L) and Lack Liquidated (LL).[৪৯]

পদ-প্রকরণগত ও বাগার্থ-প্রকরণগত বিশ্লেষণ (Syntagmatic and Paradigmatic Analysis)

Syntagmatic ও Paradigmatic শব্দ দুটো ভাষাতত্ত্ব থেকে নেওয়া। ফরাসি ভাষা-বিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর (Ferdinand De Saussure) Course in General Linguistics (১৯৬৫) গ্রন্থে ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। একটি বাক্যে অর্থবোধক পদগুলো পরপর বিন্যস্ত হয়ে একটি পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে। পদগুলো ব্যাকরণের নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভক্তি, উদ্দেশ্য-বিধেয় ইত্যাদি পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। লোককাহিনীতে ঘটনা-বিষয়-অভিপ্রায়-প্রসঙ্গাদি উপকরণ ধারাবাহিক ও পারস্পরিক সূত্রে বিন্যস্ত হয় ; গঠনগত বিশ্লেষণে (Structural analysis) এসব ধারাক্রম পর্যালোচনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাহিনীর উপর-কাঠামোর (Surface structure) বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি শাখার বিশ্লেষণে এ-রীতি সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়। "কান টানলে মাথা আসে।" প্রবাদে কান ও মাথা অনুচর শব্দ। উভয়ে দ্বিত্ব (binary) সৃষ্টি করেছে। "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।" প্রবাদে নিজের ও পরের শব্দদ্বয় এরূপ বিপরীত দ্বিত্ব (opposite binary) সৃষ্টি করেছে। মানুষের চেতনার মধ্যেই এরূপ সম ও বিপরীত দ্বৈততা আছে। বাঙ্ময় প্রকাশে তার প্রতিফলন ঘটে। পদ-বিন্যাসের এরূপ রীতি পদ্ধতির ব্যাখ্যাকে Syntagmatic analysis বলা হয়।

Paradigmatic বিশ্লেষণ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে জটিল। পুরাণকাহিনী, লোককাহিনী, গাথা ইত্যাদি রচনার মৌলিক উপকরণগুলোকে (Mytheme) প্রথমে বিশ্লিষ্ট করে পরে সেগুলো সমভাবের গুচ্ছ আকারে পুনর্বিন্যস্ত করতে হয়। যুগ্ম বৈপরীত্য (binary opposition) অনুযায়ী সাধারণত চারটি স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়। লেভি-স্ট্রস একে চতুরঙ্গ সাদৃশ্যমূলকতা (four term homology) তত্ত্ব নামে অভিহিত করেন। এগুলো উল্লম্বভাবে (vertical) সাজানো যায়। এক স্তম্ভের উপকরণের সাথে অপর স্তম্ভের উপকরণের সম্পর্ক নির্ণয় প্রকৃতপক্ষে Paradigme-

---

৪৯. Alan Dundes, 'Structural, Typology in North American Indian Folktales,' *The Study of Folklore*, p. 208

এর মূল কথা। এ-সম্পর্ক দ্বৈততা (binarism) দ্বারা চিহ্নিত বা নির্ণীত হয়। ভাষাতত্ত্বে Paradigme-এর অর্থ হল : 'Set of forms having a common element which occurs with various affixes'।[৫০] লোককাহিনীর এরূপ গুচ্ছ-বিভাজন ও সম্পর্ক নির্ণয় গবেষকের প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে। এরূপ মগ্ন-কাঠামোর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা মিথের আঙ্গিক সংস্থানগত কাঠামোর পাশাপাশি সামাজিক অবস্থাটিও (social situation) অনুধাবন করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ কোন সমাজস্তর থেকে মিথের জন্ম হয়েছে কাহিনীতে দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, কিরূপ পরিণতি লাভ করেছে —এসবই যারা ঐ কাহিনীর জন্ম দিয়েছে, তাদের সমাজ-ব্যবস্থা, শ্রেণী-সংগ্রাম, আবেগ, স্বপ্ন ইত্যাদির অনুসরণেই ঘটে থাকে।

ভাষাগত উদাহরণ দেওয়া যাক্ : আমরা বল খেলি, তোমরা বল খেলো, ছেলেরা বল খেলে। এখানে 'বল' খেলা বিধেয় অংশটি তিনটি উদ্দেশ্য (subject) দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ এক রূপ মূলে উৎসারিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। অনুরূপভাবে একই রূপমূল থেকে ঘটনাপ্রবাহ উপরে নিচে বা আড়াআড়িভাবে সম্প্রসারিত হয়ে একটি অর্থপূর্ণ মিথ বা লোককাহিনীর জন্ম দেয়।

পরা-লোককলা তত্ত্ব (Metafolklore Theory)

পরা-লোককলা তত্ত্বের মদ্দা কথা হল, 'লোকে'র (folk-এর) চোখ দিয়ে লোককলাকে দেখা বা মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ যারা লোককলা সৃষ্টি করে ও চর্চা করে, লোককথা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি, তা বিচার-বিবেচনায় এনে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন করাই এই তত্ত্বের মূল কথা। এক্ষেত্রে ক্ষেত্র-সমীক্ষার (field study) ওপর জোর পড়ে। এ-ব্যাপারে সুইডেনের লোককলাবিদ কার্ল-উইলহেলম ভন সিডো (Carl Wilhelm Van Sydo) কথিত 'সক্রিয় ঐতিহ্য বাহক' (active tradition bearer) ও 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য বাহক' (passive tradition bearer) শব্দ-নাম দু'টির কথা মনে রাখা দরকার। যারা লোককলা সৃষ্টিতে ও চর্চায় সরাসরি জড়িত তারা 'সক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক', যেমন কথক, বয়াতি, কবিয়াল, গায়েন, দোহার, সূত্রধর, ছোকরা, ঘাটু, লেটো, সরকার ইত্যাদি। আর যারা লোককলার কোন বিষয় দেখে ও শুনে শিখে এবং অন্যের কাছে তা প্রচার করে, তারা 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য-বাহক'। প্রথমোক্ত শ্রেণী লৌকিক উপাদানের অর্থ (meaning) ও প্রসঙ্গ (context) সম্পর্কে যতখানি সঠিক তথ্য দিবেন, দ্বিতীয় শ্রেণী ততখানি তথ্য দিতে সক্ষম নন। সুতরাং মূল পাঠ (text) এবং পাঠ-সংক্রান্ত তথ্য (context) সংগ্রহে লোককলাবিদ সতর্ক দৃষ্টি

---

৫০ উদ্ধৃত : *বাঙলা ছড়ার ভূমিকা*, পৃ. ২৪১

রাখবেন। মূল পাঠ ও পাঠ সংক্রান্ত তথ্যকে একত্রে পরা-লোককলা বলা হয়।

এ্যালান ডাণ্ডিস ১৯৬৪ সালে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, ... we may suggest metafolkore to refer of folkloristic statements about folklore. লোককলা সম্বন্ধে লোককলাতাত্ত্বিক বক্তব্যের জন্য 'মেটাফোকলোর' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। তিনি এরূপ পঠন-পাঠন সম্পর্কে বলেন,

> One cannot get exact meaning from the text or even from the context under which a folklore-genre is presented or performed. For this reason folklorist must actively seek to elicit the meaning of folklore from the folk.[৫১]

অনেক সময় লক্ষ করা যায় যে লৌকিক উপাদানের মধ্যেই 'লোক' মূল বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে, তার মূল্যায়ন আছে। অর্থাৎ স্রষ্টা অথবা ভোক্তা নিজেই সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এ্যালান ডান্ডিস একে 'মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা' (Oral literary criticism) বলেছেন। মযহারুল ইসলাম বাংলা প্রবাদ থেকে তিনটি দৃষ্টান্ত নিয়ে 'মেটাফোকলোর' সম্পর্কে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা এ-প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

মূল পাঠ :

১. ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদর।

২. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী

৩. যদি হয় সুজনা, তেঁতুল পাতায় ন'জনা।

প্রবাদগুলোর অপর পাঠ :

১. ভাতারের নাই আদর, মুখে দেয় চাদর।
জঙ্গলের বাইরে য্যান ঘুরে বেড়ান বাঁদর।।

২. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী
কথায় কথায় ডিকশনারি।।

৩. যদি হয় সুজনা তেঁতুল পাতায় ন'জনা
বুঝে রেখো লোকজনা।[৫২]

---

৫১ Essays in Folkloristics, p. 40 ; *বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর*, পৃ. ৩০

৫২ *বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর*, পৃ, ২৬-২৯

মযহারুল ইসলাম অপর পাঠের দ্বিতীয় বাক্যগুলোকে 'মেটাফোকলোর' বলেন। কারণ এগুলোতে লোককৃত সমালোচনা বা ব্যাখ্যা আছে। এ্যালান ডান্ডিস একেই মৌখিক সাহিত্য সমালোচনা বলেছেন। নিচের তিনটি প্রবাদে অতিরিক্ত বাক্যের প্রয়োজন হয়নি ; প্রবাদ স্বয়ং তার ব্যাখ্যা বহন করে।

১. তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

২. মাছের তেলে মাছ ভাজা।

৩. ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

মযহারুল ইসলামের মতে, স্বব্যাখ্যাত প্রবাদগুলো 'মেটাফোকলোর'। তিনি বলেন, "প্রবাদ যারা সৃষ্টি করে তাদের মুখে প্রবাদটিরও কিভাবে ব্যবহার হয় এবং সঙ্গে তারা যে অর্থ প্রকাশ সেই অর্থকে জানতে পারাটাই মেটাফোকলোরগত আলোচনার উদ্দেশ্য।"[৫৩] ডান বেন-আমোস (Dan Ben-Amos) বলেন,

> Metafolklore can be understood to mean the conception a culture has of its own folkloric communication as it is represented in the distinction of forms, the attributions of appropriateness of their application in various culture situations.[৫৪]

প্রবাদ ছেড়ে ধাঁধার মধ্যে প্রবেশ করলে অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এবং বলা যায়, প্রবাদ অপেক্ষা ধাঁধার ব্যাখা প্রদানের প্রবণতা অধিক।

১. খেলে খাড়ো, না খেলে জড়ো। (বস্তা)

২. ইঁটা হনে ছেমড়ি,
নায় না ধোয় না, তাও সুন্দরী (রসুন)

৩. আমার একটি পাখি আছে
যা দিই তাই খায়
জল দিলে মরে যায়। (আগুন)

ধাঁধায় ব্যাখা-সূত্র আবশ্যক, কেননা উত্তরটি ঐ ব্যাখ্যা-সূত্রে নিহিত থাকে। পরা-লোককলা তত্ত্বের চেতনা সাম্প্রতিক, এ-সম্পর্কে গবেষকের কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে।

---

৫৩ ঐ. পৃ. ২৬

৫৪ Dan Ben-Amos, *Folklore in Context Essays,* New Delhi, 1982, p. 49

কালানুক্রমিক ও কালানুগ পদ্ধতি (Diachronic and Synchronic Method)

বর্তমানে লোককলা গবেষণায় 'কালানুক্রমিক পদ্ধতি' (Diachronic Method) ও 'কালানুগ পদ্ধতি' (Synchronic Method) জনপ্রিয় হয়েছে। লোককলার বিশেষত লোকসাহিত্যের শাখাসমূহের বিষয়বস্তু সামাজিক–সাংস্কৃতিক–নান্দনিক প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক–ভৌগোলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে লৌকিক উপকরণের উদ্ভব কেন্দ্র, উৎস, আদিরূপ, অর্থ ইত্যাদি অনুসন্ধান করা হয়। এরূপ আলোচনা পদ্ধতিকে Diachronic Method বলা হয়। এতে ঐতিহাসিক ধারাক্রম অনুসরণ করা হয় বলে আমরা 'কালানুক্রমিক পদ্ধতি' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছি।

বর্তমানে গবেষকগণ লৌকিক উপকরণের সমকালীন পাঠের (Oikotype) ওপর জোর দিয়ে লোককলার গবেষণা পরিচালনা করতে চান। যে সময়ে ঐ উপকরণ সংগৃহীত হয়, সে সময়ের মানুষ, সমাজ, পরিবেশ–পরিস্থিতির বিবেচনায় আনতে হবে। এসূত্রে মূল পাঠের সাথে প্রসঙ্গ অর্থাৎ text–এর সাথে Context–এর কথাই ওঠে। সমকালের সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে আলোচনায় এনে লোককলার মূল্যায়নকে Synchronic Method বলা হয়। 'কালানুগ পদ্ধতি' বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

লোককলা একটি সর্বজনীন (Universal) জীবন্ত শিল্প (Living art)। অতীতে জন্ম হলেও যুগে যুগে এর চর্চা হয়েছে। অনেক কিছু মরে গেছে, আবার অনেক কিছু টিকেও আছে। লৌকিক উপকরণের যেমন নান্দনিক দিক আছে, তেমনি সামাজিক উপযোগিতার দিকও আছে। এর কোন একটা গুণ হারালে তা স্মৃতিচ্যুত হয়ে ঝরে পড়ে। যেসব উপকরণ বেঁচে থাকে সেসবও অক্ষত অপরিবর্তিত থাকে না। স্থান–কাল–পাত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রূপান্তরিত হয়। আর এ–কারণে তা টিকেও থাকে। আমাদের দেশে অনেক ছড়া আছে যাদের অভ্যন্তরে যাদুর ধর্ম আছে। শুরুতে যাদুর কারণে তার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু পরে লৌকিক চেতনার পরিবর্তন ঘটলে প্রথাগত আচারের অথবা শিশুর খেলার ও চিত্তবিনোদনের ছড়ায় পরিণত হয়। এখন কুশপুত্তলিকা (Effigy) দাহ বিশ্বের একটি সর্বজনীন ব্যাপার (Phenomenon)। ধর্মীয়–সামাজিক–রাজনৈতিক কারণে কারও প্রতি বিরাগভাজন হলে বাঁশ–খড়–কাপড়–দড়ি দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করে প্রকাশ্যে পোড়ানো হয়। উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তিকে অপমান করা। অতীতে কুশপুত্তলিকা সম্পূর্ণ যাদুর বিষয় ছিল। শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরি করে মন্ত্র পাঠ করে আঘাত করা হত, তাতে ঐ ব্যক্তির শরীরে প্রতিঘাতের সৃষ্টি হত।

আঘাতের মাত্রা অনুযায়ী সে কষ্ট ভোগ অথবা মৃত্যু বরণ করত।

লোককলা চর্চার এসব গুণাগুণ বিচার করে এখন এর সমকালীনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সমাজের কোন উদ্দেশ্য সফল করে তোলে তা জানার জন্য গবেষকগণ মূল পাঠ ও প্রসঙ্গের (Text ও context) তুল্যমূল্য দিয়ে থাকেন। 'কালানুগ পদ্ধতি'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সি ডব্লিউ ভন সিডো 'আইকোটাইপ তত্ত্ব' (Oikotype Theory) প্রদান করেন।

লোককলার উপকরণের আদিপাঠ (Ur-type বা Archetype) আছে, পরিবর্তিত পাঠ (Oikotype)-ও আছে। সংগ্রহকালীন পাঠকেই Oikotype বলা হয়। এ-ধরণের পাঠের অনেক 'কথান্তর' (Variation) আছে। এসব কথান্তরকে একত্রে বিবেচনায় এনে মূল পাঠ, উৎস-কেন্দ্র, পরিভ্রমণ-গতি ইত্যাদি নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

প্রদর্শ পদ্ধতি (Performance Theory)

পাশ্চাত্যের লোককলাবিদগণ বর্তমানে লোককলার সংগ্রহ ও গবেষণায় 'প্রদর্শ পদ্ধতি'র কথা বলছেন। ডান বেন-আমোস এ-পদ্ধতির একজন প্রবক্তা। এটি ঠিক তত্ত্ব নয়। কি পদ্ধতিতে লোককলার উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হবে – এরূপ ধারণা থেকে পণ্ডিতগণ Performance Theory-র কথা বলেন। আমরা এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রদর্শ পদ্ধতি' নির্বাচন করেছি। পরিবেশ-পরিস্থিতিসহ মূল পাঠের সার্বিক গবেষণার (Contextual Research) রীতি-পদ্ধতি এর মুখ্য বিষয় ; এর সাথে কিছু মতবাদ জড়িত আছে। এটি লোককলা গবেষণার নিজস্ব পদ্ধতি বলেই প্রতীত হয়।

এ পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় লৌকিক উপকরণ সংগ্রহের ওপর জোর দেওয়া হয়। এরজন্য ক্ষেত্র-সমীক্ষা (field work) অত্যাবশ্যক। গবেষক নিজেই অথবা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংগ্রাহক দ্বারা এই কাজটি করবেন। 'নিষ্ক্রিয় ঐতিহ্য বাহক' অপেক্ষা 'সক্রিয় ঐতিহ্য বাহকে'র কাছ থেকে উপকরণ সংগ্রহ অধিক মূল্যবান। কথক-গায়ক-দর্শক-শ্রোতা আসরে কিরূপ আচরণ করেন ও মনোভব ব্যক্ত করেন – সংগ্রহে সেসব বিষয়ের প্রতিফলন থাকতে হবে, আবার তথ্যদাতা (informant) নিজেরা কিরূপ অর্থপোষণ করে, তাও নথিভুক্ত করতে হবে।

সঙ্গীত অভিনয়াদি প্রদর্শ লোককলা ছাড়াও এমন অনেক বিষয় আছে যা কেবল গায়ক-কথকের মুখের কথায় ধরা পড়ে না। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মন্ত্র, কাহিনী বলার সময় অঙ্গভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গি, হাততালি ইত্যাদি দ্বারা আবেগ-উল্লাস প্রকাশ করা হয়।

ভাষাতত্ত্বে একে চিহ্ন বা প্রতীকবিজ্ঞান (Semiology) বলে। ফার্দিনান্দ দ্য স্যসুর এ-তত্ত্ব দেন। লোককলা-বিচারে চিহ্নবিজ্ঞানের প্রয়োগ আবশ্যক বলে মনে করা হয়। প্রদর্শ পদ্ধতিতে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পাচ্ছে :

১. মূল উপকরণ (text) ;

২. গায়ক-কথক তথ্যদাতা (informant)

৩. পরিবেশ-পরিস্থিতি (Context)

এই পদ্ধতির গবেষণায় 'লোক' (Folk) ও 'কলা' (lore) উভয় সমান গুরুত্ব পায়। আর এখানেই এই পদ্ধতির গবেষণার স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব নিহিত আছে। পরা-লোককলাতত্ত্বের অনুরূপ প্রদর্শ পদ্ধতিতে সমকালের সংগৃহীত উপকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পূর্বের সংগ্রহকে মৃত পুরাতাত্ত্বিক উপাদান (dead archival material) এবং তৎসংশ্লিষ্ট লোকজীবনকে দ্বিতীয় জীবন (Second Life) বলে মনে করা হয়।[৫৫]

টাইপ-সূচি (Type-Index)

বিচিত্র ও অজস্র লোককাহিনীর শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে ফিনল্যাণ্ডের লোককলাবিদ এ্যান্টি আর্নে (Antti Aarne) গল্পের টাইপের কথা বলেন। পরে সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ ও শ্রেণীকরণ করে Index of Tale Types বা টাইপ-সূচির উদ্ভব ঘটান। কাহিনীর মুখ্য চরিত্র, ভাব বা ক্রিয়া অনুযায়ী কাহিনীগুলোর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়। স্টিথ থম্পসন টাইপের সংজ্ঞা দেন এভাবে :

> A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale. It may indeed happen to be told with antoher tale, but the fact that it may appear alone attests its independence.[৫৬]

একটি লোককাহিনী ঐতিহ্যাগত ; এর একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে। এটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করা হয়, অর্থোপলব্ধির জন্য অন্য কাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হয় না। হয়তো কাহিনীটি লোকমুখে অন্য কাহিনীর সাথে মিশে যেতে পারে, কিন্তু যদি

---

৫৫ *বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর*, পৃ. ৫৭

৫৬ Stith Thampson, *The Folktale*, New York, 1951, p. 415

দেখা যায় কাহিনীটি আলাদাভাবেও বেঁচে আছে, তবে তার স্বাধীন সত্তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অ্যান্টি আর্নে জীবিতকালে ৮টি টাইপের সূচি সম্পন্ন করেন। স্টিথ থম্পসন কাহিনীর সংগ্রহ এবং সেই সাথে টাইপের বর্গীকরণ সম্পর্কে আরো গবেষণা করে একটি সংশোধিত টাইপ-সূচি প্রকাশ করেন। আর্নে-থম্পসনের শ্রমের ফসল The Types of Folktale (১৯২৮) বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিতি লাভ করেছে। তাঁরা লক্ষ করেন যে, প্রত্যেক সংগ্রাহক নিজের বিচার-বিবেচনা মতো কাহিনীর শ্রেণীকরণ করেন, যাতে খুব কমই বিষয় সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় থাকে। উপাদান-সামগ্রী এখন প্রচুর আছে এবং এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। এখন লোককলাবিদের উচিত হবে এগুলোকে টাইপ-সূচির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা যাতে ভবিষ্যতের জন্য সংগৃহীত উপাদান ব্যবহার খুব সহজ হয়।

> For each editor has arranged his collection according to his own judgement, which in only a few instances has been guided by deeper knowledge of the subject. Material that belongs together or is closely related is aften found scattered here and there. If now the classification of types issued by the Folklore Fellows, in their collections and catalogues to appear in the future should come into general use, the collecting of material would hereby be made very much easier.[৫৭]

মটিফ-সূচির মতো টাইপ-সূচিতেও গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় ; প্রতিটি টাইপের অজস্র প্রকারভেদ আছে। সংখ্যার সাহায্যে তা দেখানো হয়েছে। অ্যান্টে আর্নেকৃত টাইপ-সূচি ছিল এরূপ :

টাইপ	সংখ্যা-সূচি
১. জীবজন্তু কাহিনী (Animal Tales)	১–২৯৯
২. সাধারণ কাহিনী (Ordinary Tales)	৩০০–১১৯৯
৩. হাসি-ঠাট্টা-ক্ষুদ্র কাহিনী (Humour, Jokes and Annecdotes)	১২০০–১৯৯৯
৪. সূত্রমূলক কাহিনী (Formula Tales)	২০০০–২৩৯৯
৫. অচিহ্নিত কাহিনী (Unclassified Tales)	২৪০০–২৪৯৯

---

৫৭ Aarne--Thompson, FFC 74, Helsinki, 1928, p. 81

প্রতিটি বিভাগের আবার একাধিক উপ-বিভাগ আছে।

১. জীবজন্তু কাহিনী (১) বন্যজন্তু (২) বন্যজন্তু ও গৃহপালিত জন্তু, (৩) মানুষ ও বন্যজন্তু, (৪) গৃহপালিত জন্তু, (৫) পাখি, (৬) মাছ, (৭) অন্যান্য জীবজন্তু ও বিষয়বস্তু।

২ সাধারণ কাহিনী— (১) যাদু বা ইন্দ্রজাল, (২) অতিলৌকিক, বশীকরণ, (৩) অসাধ্য সাধন, (৪) অলৌকিক সাহায্যকারী, (৫) ম্যাজিক দ্রব্য, (৬) অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান, (৭) ধর্মকাহিনী, (৮) রোমাঞ্চকথা, (৯) অদৃষ্ট বা ভাগ্য, (১০) দস্যু-তস্কর, (১১) বোকা দৈত্য।

৩. হাসি-ঠাট্টা-ক্ষুদ্র কাহিনী — (১) বোকার গল্প, (২) স্বামী-স্ত্রীর গল্প, (৩) বালক-বালিকা বা নর-নারীর গল্প, (৪) দৈব ও ভাগ্য, (৫) বোকা পুরুষ, (৬) পাদরি ও ধর্মযাজক, (৭) বাগাড়ম্বর বা অতিকথন।

৪. সূত্রমূলক কাহিনী—(১) শিকলি গল্প (Chain tales) পূর্বোক্ত 'কাক ও চড়ুই' গল্পটি এর অন্তর্ভুক্ত ; এর টাইপ-সূচি ২০৩০ বি। নাপিত ও টুনটুনির গল্পের টাইপ-সূচি ২০৩৪। 'আমার কথা ফুরলো নটে গাছটি মুড়লো' গল্পের টাইপ-সূচি ২০৪৭ ইত্যাদি।

৫. অশ্রেণীভুক্ত কাহিনীকে টাইপ-সূচির ২৪০০-২৪৯৯ সংখ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫৮]

টাইপ-সূচির সুবিধা এই যে, সমধর্মী গল্প পৃথিবীর আর কোথায় কোন ভাষায় চালু আছে, তা জানা যায়। প্রত্যেক টাইপ-সূচির উৎস ও সংগ্রহ ভূমি দেওয়া আছে সংকেতের সাহায্যে। তুলনামূলক আলোচনার দুয়ার খুলে দেয় তা ; গল্পটির নানা উপাদান ব্যাখ্যা করে ও নানা তত্ত্ব প্রয়োগ করে হয়তো উৎস-মূলও বের করা সম্ভব হয়।

মটিফ-সূচি (Motif-Index)

লোককলা গবেষণায় মটিফ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। স্টিথ থম্পসন মটিফের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি ৬ খণ্ডে Motif Index of Folk Literature (১৯৩২-৩৩) গ্রন্থে মটিফকে লোককলা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দান করেন। তিনি প্রধানত লোকসাহিত্যের আলোচনায় মটিফের সংজ্ঞা ও সূচি নির্দেশ

---

৫৮ টাইপ-সূচিটি আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্য, ২য় খণ্ড (১৯৯৫) গ্রন্থ অবলম্বনে প্রণীত হল

করেছেন, কিন্তু লোককলার অন্য শাখাতেও মটিফ আছে। লোককাহিনীর মত লোকশিল্পেরও মটিফ আছে, তা আজ স্বীকৃত সত্য। শিল্পের মটিফ নিয়ে তিনি সূচি নির্মাণ করেননি। যেমন 'পদ্ম' একটি মটিফ : আলপনা, নকসী কাঁথা, কাঠের দরজা-খাট-পালঙ্ক, পাল্কি ইত্যাদি লোকশিল্পকর্মে এ-মটিফ দেখা যায়। তবে লোককাহিনীর মতো লোকশিল্পের মটিফ এত ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়।

মটিফের সংজ্ঞা কি? স্মিথ থম্পসন বলেন,

> A Motif is a smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it.[৫৯]

এর অর্থ করলে দাঁড়ায়—মটিফ কাহিনীর ক্ষুদ্রতম উপাদান যা ঐতিহ্যের মধ্যে টিকে থাকার ক্ষমতা ধারণ করে। উপাদানের মধ্যে যে অসাধারণ ও আকর্ষণীয় গুণ আছে, তাতেই তার এই ক্ষমতার উৎস নিহিত আছে। একটি কাহিনীতে এক বা একাধিক মটিফ থাকে। মটিফের গুণেই কাহিনী গতিশীল হয়। কাহিনীর বাঁকে বাঁকে মটিফের অবস্থান ; মটিফ শেষ হয়ে গেলে কাহিনীও থেমে যায়। মটিফই কাহিনীকে বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে। কাহিনী যখন ভ্রমণ করে তখন অন্য অনেক কিছুর পরিবর্তন হলেও মটিফের পরিবর্তন হয় না। মটিফ আঞ্চলিক হয়েও বিশ্বজনীন। বিমাতা মাত্রই মটিফ নয়, কিন্তু বিমাতা সতীন-পুত্রের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলে মটিফ হয় : 'নিষ্ঠুর বিমাতা' (unkind step mother) একটি মটিফ। গল্পে সাধারণত দেখা যায় কনিষ্ঠ পুত্র সফল হয় :

'সফল কনিষ্ঠ পুত্র' (victorious youngest son) একটি মটিফ। কিছু প্রাণী বা পাখি আছে, যারা নায়ককে বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করতে সাহায্য করে। 'উপকারী পাখি' (benevolent bird) একটি মটিফ। এরূপে দেখা যায়, মটিফগুলো আঞ্চলিক হয়েও বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। মটিফের সাহায্যে মানবমন ও মানবসমাজের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, বিশ্বাস-সংস্কার, বিধি-নিষেধ, যাদু সংক্রান্ত অজস্র মটিফ আছে। দেশে-দেশে, সমাজে-সমাজে এগুলোর মধ্যে মিল দেখে বিশ্বকে এক পরিবার বলেই মনে হবে। মটিফ সম্পর্কে আলোচনার এখানেই সার্থকতা আছে।

স্টিথ থম্পসন বিশ্বের প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের নানা শাখা বিশ্লেষণ করে প্রথমে

---

৫৯ *op. cit, p.* 415

মটিফ চিহ্নিত করেন, পরে সেগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বর্গীকরণ করেন। তিনি ইংরেজি A থেকে Z পর্যন্ত (1, 0, y ব্যতীত) অক্ষরসমূহকে ধরে স্তম্ভ তৈরি করেন ; প্রতিটি অক্ষরের আওতায় সমধর্মী মটিফগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রতি ধারার মটিফের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ উপবিভাগ আছে। একাজে তিনি গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করেন ; সাধারণ বিভাগের জন্য পূর্ণ সংখ্যা আর উপবিভাগের জন্য দশমিক (Decimal) ব্যবহার করেন। থম্পসন প্রদত্ত মটিফ-সূচি নিম্নরূপ :[৬০]

বর্গ	বিষয়	সংখ্যা
এ	লোকপুরাণ (Myth)	এ০- এ ২৭৯৯
বি	জীবজন্তু (Animals)	বি০ - বি ৭৯৯
সি	বিধি-নিষেধ (Tabu)	সি ০ - সি ৯৯৯
ডি	যাদু (Magic)	ডি ০ - ডি ২১৯৯
ই	মৃত (Dead)	ই০ - ই ৭৯৯
এফ	অসাধ্য সাধন (adventure)	এফ ০ - এফ ০৯৯
জি	অলৌকিক জীব (Ogres)	জি০ - জি ৫৯৯
এইচ	পরীক্ষা (Test)	এইচ ০- এইচ ১৫৯৯
জে	চালাক ও বোকা (The Wise and The Fool)	জে ০ - জে ১৭৯৯
কে	প্রতারণা (Deception)	কে০ - কে ২৩৯৯
এল	ভাগ্যচক্র (Fate)	এল০- এল ৪৯৯
এম	নিয়তি (Fortune)	এম০- এম ৪৯৯
এন	অদৃষ্ট (Luck)	এন ০- এন ৮৯৯
পি	সমাজ (Society)	পি০- পি ৬৯৯
কিউ	পুরস্কার ও শাস্তি (Reward and Punishment)	কিউ০- কিউ ৫৯৯
আর	বন্দী ও পলাতক (Captive and Fugitive)	আর ০ - আর ৩৯৯
এস	অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা (Cruel Punishment)	এস ০ - এস ৪৯৯

৬০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২৭-৫৫

টি	প্রেম ও যৌন (Love and Sex)	টি০ – টি ৬৯৯
ইউ	জীবন-প্রকৃতি	ইউ ০– ইউ ২৯৯
ভি	ধর্ম (Religion)	ভি০–ভি ৫৯৯
ডবলিউ	চারিত্রিক গুণাবলী (Traits of Character)	ডবলিউ০–ডবলিউ ২৯৯
এক্স	হাসি-ঠাট্টা (Humour)	এক্স ০ – এক্স ১৭৯৯
জেড	মিশ্র ও অশ্রেণীকৃত (Miscellaneous and Unclassified)	জেড০–জেড ৩৯৯

প্রতিটি ভাগের নানা উপ-বিভাগ আছে। নমুনা স্বরূপ এ ও বি-র উপ-বিভাগগুলো নিম্নে দেখানো হল :

মটিফ–এ : এ০– এ ২৭৯৯

১. সৃষ্টিকর্তা	এ০ – এ ৯৯
২. দেবতা	এ ১০০–এ ৪৯৯
৩. উপদেবতা ও লৌকিক বীর	এ ৫০০ – এ ৫৯৯
৪. বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব	এ ৬০০ – এ ৮৯৯
৫. বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য	এ ৯০০ – এ ৯৯৯
৬. প্রাকৃতিক দুর্বিপাক	এ ১০০০ – এ ১০৯৯
৭. প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা	এ ১১০০ – এ ১১৯৯
৮. মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি	এ ১২০০ – এ ১৬৯৯
৯. জীবজন্তুর সৃষ্টি	এ ১৭০০ – এ ২১৯৯
১০. গাছ-গাছালির সৃষ্টি	এ ২২০০ – এ ২৬৯৯
১১. গাছ-গাছালির বৈশিষ্ট্য	এ ২৭০০ – এ ২৭৯৯

মটিফ–বি : বি০– বি ৭৯৯

১. পৌরাণিক জীবজন্তু	বি০ – বি ৯৯
২. ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু	বি ১০০–বি ১৯৯
৩. মানবিক গুণসম্পন্ন জীবজন্তু	বি ২০০ – বি ২৯৯

৪. বন্ধুভাবাপন্ন ও উপকারী জীবজন্তু	বি ৩০০ - বি ৫৯৯
৫. মানুষের সাথে জীবজন্তুর বিবাহ	বি ৬০০ – বি ৬৯৯
৬. জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ	বি ৭০০ – বি ৭৯৯

কিছু দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক : (১) পাতালপুরীতে বাসুকী (নাগ) গা নাড়া দিলে ভূমিকম্প হয়— এ ১১৪৫.১ ; (২) সত্যদ্রষ্টা পাখি (বেঙ্গমা-বেঙ্গমি) —বি ১৩১ ; (৩) ১২ বছর রাজপুত্রের মুখ দেখা নিষেধ — সি ৩১২.৩ ; (৪) আটকুঁড়ের মুখদেখা অলক্ষুণে — ডি ৪৩৬ ; (৫) স্ফটিক স্তম্ভে আত্মা আছে — ই ৭১১ ; (৬) ঘুমন্ত পুরী — এফ ৭৮৮.২ ; (৭) নরখাদক রাক্ষস - জি ১০ ; (৮) শরীরের কোন চিহ্ন থেকে পরিচয় লাভ — এইচ ৫০ ; (৯) চালাক মন্ত্রিকন্যা — জে ১১১১.৫ ; (১০) শৃগাল কর্তৃক কুমীরের সন্তান ভক্ষণ কে ৯৩১.১ ; (১১) ভাগ্যবান ও জয়ী কনিষ্ঠপুত্র — এল ১০ ; (১২) প্রতিজ্ঞা — কাল সকালে যার মুখ দেখবো তার কাছেই কন্যা সম্প্রদান করবো — এম ১৩৮.১ ; (১৩) বাজি ধরে রাজ্য হারানো — এন ২.৫.১. ; (১৪) রাগ করে গোসাঘরে স্থান — পি ১৪.৬ ; (১৫) মাথায় ঘোল ঢেলে গাধার পিঠে চড়ানো — কিউ ৪৭৩.৫.১ ; (১৬) গাছ দু ফাঁক হয়ে নায়ককে রক্ষা করে — আর ৩১১ ; (১৭) নির্দয় সৎমা - এস ৩১ ; (১৮) রূপ বর্ণনা শুনে রাজার প্রেম — টি ১১.১ ; (১৯) মাকড় মারলে ধোকড় হয় — ইউ ২১.৫ ; (২০) ডাকাতের দরবেশ হওয়া — ডি ৪৬২.০.৪ ; (২১) কুড়েমির প্রতিযোগিতা (পিপু ফিসু) — ডব্লিউ ১১১ ; (২২) কমলে কামিনী-পদ্মের ওপর দেবীর হাতি ভক্ষণ ও উগরে ফেলা — এক্স ৯৪৩.১ ; (২৩) নিরীহ চড়ুই ও ধূর্ত কাক — জেড ৪১.১০

প্রতি বিভাগ থেকে একটি করে দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়েছে ; কিন্তু এতে শত সহস্র মটিফ সম্পর্কে ধারণা বিন্দু দিয়ে সিন্ধুর ধারণার মতো। স্টিথ থম্পসন ৬ খণ্ডে মটিফ-সূচি বিন্যস্ত করে একটি অসাধারণ কর্ম সম্পাদন করেন। মটিফগুলো বিশ্বের জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার।